চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 29 May 2019 ■ আগরতলা, ২৯ মে , ২০১৯ ইং ■ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে তরজা

সেনা নামানোর দাবী জানাল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নয়াদিল্লি, ২৮ মে।। ত্রিপুরায় সন্ত্রাসের ভয়াবহ চিত্র গোটা দেশের সামনে তুলে ধরার জন্য দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। ত্রিপুরাবাসীর নিরাপত্তায় তিনি আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা পুলিশ রাজ্যবাসীকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, তা প্রমাণিত হয়েছে। তাই, ত্রিপুরা পুলিশের উপর ভরসা করার বদলে আসাম রাইফেলসের হাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া উচিৎ বলে মনে করেন তিনি।

আজ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ নির্বাচন কমিশনকেও নিশানা করেছেন। তাঁর সাফ কথা, ১১ এপ্রিল ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে লোকসভা নির্বাচনে ৪৩৩টি বুথে ভোট কারচুপি হয়েছে, তা নির্বাচন কমিশনই রিপোর্টে স্বীকার করেছিল। অথচ, পুনর্ভোট হয়েছে মাত্র ১৬৮টি বুথে। তবুও, গোটা দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি বুথে পুনর্ভোট হয়েছে ত্রিপুরায়, ব্যঙ্গ করে বলেন প্রদ্যুৎ।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আজ অভিযোগ করেন, জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের কাছে পূর্বোত্তর বরাবরই অবহেলিত। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের ঘটনা সমস্ত জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু, ত্রিপুরায় সন্ত্রাস নিয়ে কোন খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। তাঁর কথায়, নির্বাচনে অংশগ্রহণ গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় ত্রিপুরাতে। তবুও গত ১১ এপ্রিল ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস এবং ভোট কারচুপির ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন স্বীকার করেছে ভোটে কারচুপি হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্টে ৪৩৩টি বুথে কারচুপির উল্লেখ থাকলেও, মাত্র ১৬৮টি বুথে পুনর্ভোট হয়েছে।

প্রদ্যুৎ লোকসভা নির্বাচনকে হাতিয়ার করে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে নির্বাচন কমিশন এবং ত্রিপুরা সরকারকে নিশানা করেছেন। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণেই পূর্ব আসনে ভোট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে মানুষ বাড়িতে থাকতে পারছেন না। বহু মানুষ সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাবে কংগ্রেস।

আজ প্রদ্যুৎ বলেন, ত্রিপুরায় সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে মানুষ জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। তিনি জানতে চেয়েছেন, কংগ্রেসকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাস বন্ধের দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। রাজ্যে সন্ত্রাস বন্ধ করার দাবি জানিয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নেতৃত্বে বিরোধী পরিষদীয় দলের ৬ সদস্যক প্রতিননিধি দল মঙ্গলবার বিকেলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সরকারি বাসভবনে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি প্রদান করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে রাজ্যের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবণতিজনিত বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরেন। বিরোধী পরিষদীয় দলের সদস্যরা।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নেতৃত্বে পরিষদীয় দলের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছেন। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যে বিরোধী দলের নেতা কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা হুজ্জতির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সিপিএমের বেশ কয়েকটি অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ঘটেছে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও। রাজ্যে গণতন্ত্র আক্রান্ত, নাগরিক অধিকার বাধাপ্রাপ্ত, শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

বিরোধী দলের কার্যকলাপ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সাধারণ নাগরিকের জীবণযাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিরোধী দলেয় পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর জরুরী হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।

বিরোধী দল নেতা অভিযোগ করেন সন্ত্রাস হঠাৎ করে হচ্ছে না, ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিধানসভা নির্বাচন এবং ৩রা মার্চ ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম হয়েছে। এই সন্ত্রাসের পরিবেশের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর হুশিয়ারী, সন্ত্রাস করলে কড়া ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ২৮ মে ।। সন্ত্রাস বন্ধে আবারও কড়া হুশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর সাফ কথা, রাজনৈতিক রং বিচার করা হবে না। সন্ত্রাসে যুক্তদের সাথে অপরাধীর মতই আচরণ করা হবে। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, বাম আমলের তুলনায় সন্ত্রাসে অনেকটাই লাগাম টানা গেছে। তবুও তিনি সন্তুষ্ট নন বলে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাস বিজেপির পরপম্পরাগত ঐতিহ্য নয়। যারা দীর্ঘকাল সন্ত্রাসের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তারাই এখন বিজেপিতে যোগ দিয়েও সেই আদর্শ ছাড়তে পারেননি। তবে, রাজ্যের সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর অনেকটাই কমেছে সন্ত্রাসের হার। এ বিষয়ে এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৩ বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হতেই ১০৭টি, ভোটের দিন ১১টি এবং নির্বাচনোত্তর ১২৭টি সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। তেমনি ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হতেই ২৩৫টি, ভোটের দিন ৮টি এবং নির্বাচনোত্তর শপথ গ্রহণের আগে পর্যন্ত ১৯৬টি সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। অথচ লোকসভা নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় গত ২৭ মে পর্যন্ত ভোটের আগে ১৪৯টি, অন্তিম ভোটের দিন ৪টি এবং নির্বাচনোত্তর ৩৩টি সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। তাতে স্পষ্ট, রাজ্যের সরকার পরিবর্তন হওয়ায় সন্ত্রাসের হারেও পরিবর্তন হয়েছে। তবে, তিনি সন্তুষ্ট নন বলে দাবি করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাস বিজেপির আদর্শ নয়। কারণ, মধ্যপ্রদেশ কিংবা রাজস্থানে কখনই নির্বাচনকে ঘিরে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে না। তাঁর দাবি, ওই রাজ্যগুলির আদর্শে আমাদের অনুপ্রাণিত হতে হবে। সন্ত্রাস কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, একত্রিত হয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির সন্ত্রাস মোকাবিলা করা উচিত। উষকানিমূলক বক্তব্য রাখার বদলে সন্ত্রাস বন্ধে দলীয় কর্মী সমর্থকদের কড়া বার্তা দেওয়া উচিত। তিনি জানান, রাজ্যে সন্ত্রাস

মোকাবিলায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক রং বিচার না করে সন্ত্রাসে যুক্তদের সাথে অপরাধীর মত আচরণ করতে বলা হয়েছে। এদিকে, রাজ্যে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার বিষয়ে রাজ্য সরকার চিন্তা ভাবনা করবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস সদর দফতর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনা নামানোর দাবি জানিয়েছেন। প্রদ্যুতের এই দাবি বিদ্রুপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর কলেজের কেমেস্ট্রি ল্যাবে বিস্ফোরণে জখম পাঁচজন ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ মে।। ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি ল্যাবে ভয়ানক বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে আহত হয় ৫ জন ছাত্রছাত্রী। আহতদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা গুরুতর। আহতদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে ধর্মনগর সরকারি মহবিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি ল্যাবে আচমকা বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণে ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়ে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী দৌরে ছুটে যায় ল্যাবে এবং দেখতে পায় সম্পূর্ণ ল্যাব ধোঁয়ায় ভরে গেছে। ছাত্র ছাত্রীরা দেখতে পায় মেঝেতে ৫জন ছাত্র ছাত্রী আহত অবস্থায় পরে আছে। সঙ্গে সঙ্গে কলেজের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা আহতদেরকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে কলেজে ছুটে আসে পুলিশ। কিভাবে ল্যাবে বিস্ফোরণ হয়েছে সে বিষয়ে পুলিশ এখনো কিছুই জানায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছে এদিকে এই ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে গোটা কলেজে।

মুঙ্গিয়াকামীতে রহস্যজনক গুলি চালানোর ঘটনাকে ঘিরে রণক্ষেত্র, ১৪৪ ধারা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। গুলি চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামিতে আতঙ্কিত গ্রামবাসীর পথ অবরোধ এবং ওই অবরোধ প্রত্যাহারে চাপ দেওয়ায় উত্তেজিত জনতা বিজেপি অফিসে ভাঙচুর এবং একটি বাইক পুড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, দুই বিজেপি নেতার বাড়িতেও উতেজিত জনতা আক্রমণ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া এসডিপিও গুলি চালানোর ঘটনায় তদন্ত করে দেখবেন বলে আশ্বাস দেওয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন গ্রামবাসীরা। এদিকে, পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রশাসনের তরফ থেকে মুঙ্গিয়াকামীতে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে।

আজ ভোর পৌনে চারটা নাগাদ মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন জুমবাড়ী এলাকায় চার রাউন্ড গুলির শব্দ শুনতে পান স্থানীয় জনগণ। কিন্তু, রাস্তায় বেরিয়ে কাউকেই তাঁরা দেখতে পাননি। শুধু মাত্র টিএসআর গাড়ি তখন রাস্তায় দাঁড়ানো ছিল। গুলির শব্দের রহস্য খুঁজে বের করতে তল্লাশি করেও কোন সুরাহা না হওয়ায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী ভোর পাঁচটা নাগাদ আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন।

এই খবর পেয়ে বিজেপির স্থানীয় নেতারা অবরোধস্থলে ছুটে যান এবং অবরোধ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। তাঁদের অবরোধ তোলে নেওয়ার জন্য বিজেপি নেতারা চাপ দিতেই অবরোধকারীরা উত্তেজিত হয়ে উঠেন। অবরোধস্থলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফ্যাকাল্টির ঘাটতি পূরণের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তিনটি পলিটেকনিকের অনুমোদন সম্প্রসারিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। ফ্যাকাল্টির অভাব এবং গুনমানে ঘাটতির কারণে রাজ্যের তিনটি পলিটেকনিক কলেজে অনুমোদন সম্প্রসারণে স্বীকৃতি দেয়নি এআইসিটিই। কিন্তু, রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফ্যাকাল্টি নিয়োগ এবং গুনমান বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ওই তিনটি কলেজেও এআইসিটিই অনুমোদন সম্প্রসারণ করছে। মঙ্গলবার একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে ছয়টি পলিটেকনিক কলেজ রয়েছে। ধর্মনগর, উদয়পুর ও খুমুলুঙ পলিটেকনিক কলেজ নিয়ে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু, টিআইটি, মহিলা পলিটেকনিক এবং ধলাই পলিটেকনিকের অনুমোদন সম্প্রসারণ করতে চাইছিল না এআইসিটিই। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের ১১ ডিসেম্বর কলকাতায় এআইসিটিইর স্ক্রুটিনি কমিটি ওই তিনটি কলেজের আসন সংখ্যা ১০ থেকে ২০ শতাংশ কমানোর সুপারিশ করেছিল। কারণ, ওই কলেজগুলিতে ফ্যাকান্টির ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ছয়টি পলিটেকনিকে ৯৪ জন ফ্যাকাল্টির প্রয়োজন রয়েছে। সেই জায়গায় মাত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শপথ নেওয়ার আগে প্রণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয়লাভের পর ৩০ মে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদী। তার আগে মঙ্গলবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন তিনি।

এদিন রাজধানী দিল্লিতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বাসভবনে যান নরেন্দ্র মোদী। সাক্ষাতের পর ট্যুইটারে নরেন্দ্র মোদী লেখেন, প্রণব দার সঙ্গে সাক্ষাৎ সব সময় সমৃদ্ধশালী অভিজ্ঞতা। তাঁর জ্ঞানের পরিধি অতুলনীয়। রাষ্ট্রনেতা হিসেবে দেশের প্রতি অবদান রেখেছেন তিনি। এদিনের বৈঠকে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে আর্শীবাদও চেয়েছেন তিনি।

রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও কোনওদিন প্রশাসন চালনার ক্ষেত্রে মতানৈক্য হয়নি নরেন্দ্র মোদী এবং প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী হন নরেন্দ্র মোদী। সেই সময় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী সঙ্গে একাধিক ক্ষেত্রে সংঘাত বাঁধতে পারে রাষ্ট্রপতি ভবনের। কিন্তু তা হয়নি। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমঞ্জস্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

রাজ্য প্রশাসনে ফের রদবদল দুই আধিকারিকের পদোন্নতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। রাজ্য প্রশাসনে আবারও বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের দুই পদস্থ আধিকারিককে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মোট ৪১ জন আধিকারিকের রদবদল করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমাপ্ত হতেই প্রশাসনে প্রচণ্ড দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে যে সমস্ত আধিকারিকদের সরানো হয়েছিল, তাঁদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অসন্তোষের কারণে কমিশন সদর মহকুমাশাসক অসীম সাহাকে সরিয়ে দিয়েছিল। আজ ফের তাঁকে ওই পদে ফিরিয়ে এনেছে রাজ্য প্রশাসন। আজ প্রশাসনের তরফে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পাঁচজন মহকু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপহৃত নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে ।। আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ এক নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। গত শনিবার থেকে ওই নাবালিকা নিখোঁজ ছিল। বড়জলা এলাকার এক যুবক নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে তুলে নিয়ে বিয়ে করে বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে পশ্চিম মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মহিলা থানার পুলিশ মঙ্গলবার নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নাবালিকা অপহরণ এবং ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলা গৃহীত হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত তাকে আটক করা যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নাবালিকার বাবা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের দুই ও সিপিএমের এক বিধায়ক যোগ দিলেন বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : বিজেপিতে যোগ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের তিন বিধায়ক ও রাজ্যের একঝাঁক কাউন্সিলার। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এসে এরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন । এছাড়া এদিন রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা বিজেপিতে যোগ দেন । সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন শুভ্রাংশু রায়। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়ের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি সহ তিন বিধায়ক । এদিন বিজেপিতে যোগ দেওয়া তিন বিধায়ক হলেন বিজপুরের তৃণমূল বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়, বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক তুষারকান্তি ভট্টাচার্য ও হেমতাবাদের সিপিএম বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়। এছাড়া রাজ্যের তিন পুরসভার বহু কাউন্সিলার। এই তিনটি পুরসভা হল কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর এবং নৈহাটি । এছাড়া এদিন রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা বিজেপিতে যোগদেন ।

দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে মুকুল রায় দাবি করলেন, কাঁচরাপাড়া পুরসভা ২৪ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১৭ জনই এলেন বিজেপিকে। হালিশহর পুরসভার ২৩জন কাউন্সিলরের মধ্যে চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যান-সহ ১৭ জনই শিবির বদল করলেন। নৈহাটি পুরসভার ৩১টি ওয়ার্ড রয়েছে। তার মধ্যে ২৯জন কাউন্সিলরই গেরুয়া শিবিরে চলে এসেছেন। ফলে অঙ্কের নিয়মে তিনটি পুরসভাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি।

শুধু পুরসভাই নয়, ভাতারের জেলা পরিষদের সদস্য শান্তনু কোনার, খানাকুলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নইমুল হকও শিবির বদলে ফেলেছেন। তাঁর সঙ্গে আরও সদস্যরাও রয়েছে। খানাকুলের জেলা পরিষদের সঞ্জীব বরও যোগ দিলেন বিজেপিতে। মুকুল রায় দাবি করলেন, বাংলায় যে পরিস্থিতি তাতে আগামী দিনে শিবির করতে হবে। তৃণমূল ছেড়ে সবাই বিজেপিতে আসবেন। যোগদান প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এর সঙ্গে আরও বহু নেতানেত্রী যোগদানের জন্য তৈরি রয়েছেন।

শুভ্রাংশু বলেন,'আমাকে দল ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। আমি চাই উন্নয়নের পথে থাকতে। মানুষের কাজ করতে। এছাড়া বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তুষারকান্তি ভট্টাচার্য এবং সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন হেমতাবাদের বিধায়ক দেবেন্দ্র রায়।

রাজ্যের কলেজগুলিতে শুরু ভর্তি প্রক্রিয়া, পঠন পাঠন আরম্ভ ৮ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। রাজ্যের সরকারি কলেজগুলিতে আজ থেকে ভরতি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলবে ১৫ জুন পর্যন্ত। তবে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। তাই এখন শুধু বিজ্ঞান বিষয়ে ভরতি চলছে।

এ-বিষয়ে মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা মনিদীপা দেববর্মা জানিয়েছেন, অফলাইনে ভরতির করা হবে। ৮ জুলাই থেকে কলেজগুলিতে পঠন-পাঠন শুরু হবে। তিনি জানিয়েছেন, ত্রিপুরার ২২টি ডিগ্রি কলেজে ভরতি প্রক্রিয়া আজ থেকে শুরু হয়েছে। আজ থেকেই ফর্ম বিলি এবং জমা নেওয়া হচ্ছে। ১৫ জুন পর্যন্ত চলবে এই প্রক্রিয়া। তাঁর কথায়, ১৭ থেকে ২০ জুন জমাকৃত সমস্ত ফর্ম স্ক্রুটিনি করা হবে। ২৪ জুন মেধা তালিকা প্রকাশিত হবে। তিনি আরও জানান, প্রকাশিত তালিকার ভিত্তিতে ২৬ জুন থেকে ১ জুলাই পর্যন্ত কলেজে ভরতি হতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা। প্রসঙ্গত, আগরতলায় ২২টি ডিগ্রি কলেজ রয়েছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত কলেজ ছাড়াও সিবিএসই এবং আইসিএসই অনুমোদিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও ওই কলেজগুলিতে ভরতি হবেন। আজ বিভিন্ন কলেজে ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড় ছিল।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২২৫ ◻ ২৯ মে ২০১৯ ইং ◻ ১৪জ্যৈষ্ঠ ◻ বুধবার ◻১৪২৬ বঙ্গাব্দ

গণতন্ত্রের রক্ষা কবচ

রাজনীতির উত্থান পতন আছেই। রাজতিলক কাহাদের কপালে তাহাও খুব কঠিন বিষয় বলা যাইতে পারে। জীবনে রাজনীতির ধারে কাছে ছিলেন না এমন ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হইবার ঘটনা তো বিস্ময়ের। ভাগ্য দেবতা প্রসন্ন হইলে কতকিছুই না অলৌকিক ভাবেও হইয়া যায়। তবু, একথা বলা যাইতে পারে যে, ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কর্ম করিতে হইবে। কর্মের কোনও বিকল্প নাই। আমাদের মুণি ঋষি হইতে শুরু করিয়া বহু মনীষিই স্পষ্ট বলিয়াছেন যেমন কর্ম তেমন ফল। কর্ম না করিলে ফল আসিবে না। স্বাধীনতার পর হইতে আমাদের দেশের রাজনীতি নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আগাইয়াছে। কংগ্রেসের জয়জয়কার দেশবাসী দেখিয়াছে। কত দল গড়িয়াছে আবার ইতিহাসের বুকে ঠাঁই নিয়াছে। এক সময় কংগ্রেসের একাধিপত্যের সামনে তো কোনও দলই দাঁড়াইতে পারিত না। জনসংঘের (বিজেপির আগের নাম) প্রার্থী অটল বিহারীর বাজপেয়ীর বিরুদ্ধে প্রার্থীই দিলেন না প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। কারণ, কংগ্রেসের প্রার্থী দিলে বাজপেয়ীর পরাজয় অবধারিত। দেশের গণতন্ত্রকে সমুজ্জ্বল করিতে বাজপেয়ীর মতো বাগ্মী, বর্ষিয়ান সমাজদার নেতা বিরোধী আসলে বসিলে যে লোকসভার গরিমাই বাড়িয়া যায়। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র আজ সাত দশক অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু, গণতন্ত্রের গরিমা কি বাড়িতেছে? এখন তো বিরোধী দল মানেই শত্রু পক্ষ। যেন শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুর লড়াই। ইহা বিপজ্জনক প্রবণতা। এই প্রবনতা দিনে দিনেই বাড়িতেছে।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রই দেশে সগৌরবে বিদ্যমান ছিল। জওহরলালের প্রয়াণের পর তাহার তনয়া ইন্দিরা গান্ধীই প্রথম বিদ্রোহ করেন। জোড়া বলদ প্রতীক ছিল কংগ্রেসের। পরে হয় গাই বাছুর। কিন্তু, ইন্দিরা হাত চিহ্ন নিয়া নতুন কংগ্রেস দলের জন্ম দেন। সেই দল দীর্ঘ দিন চলে কংগ্রেস (আই) হিসাবে। পরবর্তী সময়ে সেই পরিবাবতন্ত্রের ছায়াই দীর্ঘায়িত হয়। ইন্দিরা কংগ্রেসই জাতীয় কংগ্রেসের মর্যাদা পায়। জোড়া বলদ, গাই বাছুর হারাইয়া যায়। সেই ইন্দিরার রাজত্বে বিরোধীরা তেমন য্যুৎসই ভাবে আগাইতে পারে নাই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের পর ইন্দিরার জনপ্রিয়তার প্লাবন দেখা দেয়। বিরোধীরা তখন খড়কুটার মতো ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, বেশী দিন সেই প্লাবন থাকে নাই। জনপ্রিয়তার প্লাবনের তিন বছরের মাথাতেই নিজের গদী বাঁচাইতে ইন্দিরাকে জরুরী অবস্থা জারী করিতে হইয়াছিল। ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা জারী করিয়া ইন্দিরা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারিয়াছেন। বিরোধী সব নেতাদের জেলে পুড়িয়া দিয়াও তাঁহার শেষ রক্ষা হয় নাই। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তিনি ধরাশায়ী হন। তখন সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সমস্ত বিরোধী দল একটি মঞ্চে আসীন হন। সেই মঞ্চের নাম জনতা দল। বিজেপি সহ বিভিন্ন দল ঐক্যবদ্ধ ভাবে 'স্বৈরাচারী' ইন্দিরার বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতিবসু এবং জনসংঘ বর্তমানে বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানীকে এক মঞ্চে ভাষণ দিতে দেখা গিয়েছিল।

আজকের পরিস্থিতি ভিন্নতর। আজ নরেন্দ্র মোদির অপ্রতিহত গতির সামনে দেশের তাবড় বিরোধী দলগুলিতো একেবারে বিপর্য্যস্ত। নতুন শক্তিতে মোদি হাওয়ায় বিরোধী দলগুলির বিপন্ন অবস্থা। মোদির এই বিশাল জয়ের পিছনে সবচাইতে বড় অবদান যুগাইয়াছে বিরোধীদের অনৈক্য। মোদির বিকল্প দিতে পারে নাই বিরোধী দলগুলি। একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া মরিয়াছে বিরোধীরা। তাহাদের মোদির বিরুদ্ধে লড়িবার শক্তি কোথায়? পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস মোদি ঝড় আটকাইতে পারিবে না। অন্যান্য রাজ্যেও বিরোধীরা রীতিমতো কোণঠাসা। কংগ্রেসই জাতীয় দল। বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলিকে এখন কোনও জাতীয় দলের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়াই সংগত। রাহুল গান্ধী দলকে পরিবারতন্ত্রের বাহিরে আনিতে চাহিতেছেন। অতীতেও, জওহরলালের সময়ে এরকম হইয়াছিল। কামরাজ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি হইয়াছিলেন। সহসা মোদি ঝড় রোখা যাইবে না। কংগ্রেস ঘর গোছাইতে না গোছাইতেই মোদি আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াইয়া যাইবে। এই অবস্থায় দেশের সমস্ত বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলিকে একটি জাতীয় দলে যোগ দেওয়াই এখন সবচাইতে বড় দায়িত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের উৎপত্তি তো হইয়াছে কংগ্রেসের ব্যর্থতা হইতেই। বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়াই আঞ্চলিক দলের জন্ম হইয়াছে। দেশের গণতন্ত্রের সুরক্ষার প্রশ্নে শক্তিশালী বিরোধী দলের অনেক বেশী প্রয়োজন। আর গেরুয়া ঝড়ের যে দাপট দেখা যাইতেছে সেখানে বিরোধী দল ফুৎকারে যাহাতে উড়িয়া যাইতে না পারে তাহার নিশ্চয়তাই এখন বড় কথা। বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলিকে কংগ্রেসে মিশিয়া যাওয়ার সময় আসিয়াছে। সব দলের ঐক্যবদ্ধতাই পারে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচের নিশ্চয়তা দিতে।

মন্ত্রিসভায় রদবদল চেয়ে রাজ্যপালকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৮ মে (হি.স): তৃণমূলের সংগঠন ও সরকারি আমলা এবং পুলিশের শীর্ষ স্তরে ইতিমধ্যে রদবদল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য মন্ত্রিসভায় ফের রদবদলের সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংক্রান্ত ফাইল মঙ্গলবার নবান্ন থেকে রাজভবনে পাঠানো হল। মন্ত্রিসভার রদবদল তথা শপথ গ্রহণের জন্য সময় চেয়ে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছে চিঠি পাঠাল নবান্ন। রাজভবন সূত্রের খবর, বর্তমানে প্রয়াগরাজে রয়েছেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি। সেখান থেকে ফিরলে মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে সই করবেন তিনি।

জানা গেছে, মোট ৮-১০ জন মন্ত্রীর ডানা ছাঁটা হতে পারে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। সেইসঙ্গে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের মন্ত্রী হিসাবে ফেরানো হচ্ছে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। লোকসভা ভোটে তাঁকে তৃণমূল প্রার্থী করেছিল বাঁকুড়া কেন্দ্রে। তখনই পঞ্চায়েত দফতরের দায়িত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয়। বাঁকুড়ায় তিনি পরাজিত হতেই তাঁকে ফের পুরনো দফতরের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে শুধু দফতর পরিবর্তন করতে হলে রাজ্যপালের সময়ের প্রয়োজন হয় না। নবান্নের পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল তাঁর সরকারের মন্ত্রিসভায় দফতর বদলের বিষয়টি শুধু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দেন মাত্র। কিন্তু রাজভবনের সময় চাওয়ার অর্থ, বর্তমান কয়েকজন মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিবর্তে নিয়ে আসবেন নতুন কয়েকজনকে।

এবারও রদবদল নিয়ে কোনও স্পষ্ট খবর নেই। তবে নবান্নের শীর্ষ আমলা থেকে শুরু করে তৃণমূলের নেতারা অনেকেই ধরে নিচ্ছেন যে রদবদলে ফের গুরুত্ব বাড়তে পারে পরিবেশ ও পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। পঞ্চায়েত ভোটের পর তাঁর গুরুত্ব এক প্রস্থ বেড়েছিল। পরিবহণ দফতরের পাশাপাশি তখনই তাঁকে পরিবেশ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তৃণমূলের অনেকের মতে, শুভেন্দু অধিকারীকে এবার আরও গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রী করা হতে পারে। এরই মধ্যে তৃণমূলের কেউ কেউ আবার রটাতে শুরু করেছেন শুভেন্দুকে উপ মুখ্যমন্ত্রীও করে দিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তৃণমূলের এক প্রবীণ নেতার কথায়, মমতা তা করবেন কিনা জানি না। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, এ কথা রটিয়ে দিয়ে আসলে শুভেন্দুর যাত্রাভঙ্গ করার চেষ্টাও হতে পারে।

লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের একাধিক কেন্দ্রে ভরাডুবি তৃণমূলের। সবচেয়ে খারাপ ফল উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, রায়গঞ্জে হেরে গিয়েছে তৃণমূল। কোচবিহারের নাটাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মূলত কোচবিহার কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন। সেখানে বিপুল ভোটে জয়ী হন একদা তৃণমূলের যুবনেতা তথা বর্তমানে বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। একইভাবে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে পরাজীত হয়েছেন তৃণমূলের প্রার্থীরা। রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের ওপর সেই খারাপ ফলেরই খাঁড়া নেমে আসতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের এবং জঙ্গলমহলের দায়িত্বে থাকা আরও বেশ কয়েকজন মিলিয়ে মোট ৮-১০ জন মন্ত্রীর ছয়ের পাতায় দেখুন

পাশ ফেল-জীবনের ঘাত প্রতিঘাত

সায়ন্তন ঠাকুর

সে যুগে ছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষা। কান্দি পরগনার রাজাদের ইশকুলে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। হাতে গোনা ক'টা মাত্র ঝকঝকে ছেলেকে পরীক্ষায় বসতে দিতেন হেডমাস্টার বামাপদবাবু। সেসব ছেলে মাথায় টিনের নারকোল তেল মেখে, কুয়োকলায নেয়ে, পাটি করে চুল আঁচড়ে, আলুসেদ্ধ, পাতলা মসুর ডাল আর একটি বড় পেটির মাছভাজা কেয়ে প্রতিদিন ইশকুলে আসে। আবার ছুটি হলে পড়ন্ত বেলায় আকাশে বেসামাল ঘুড়িষ ছাদের মেয়েলি আড্ডা, কাঁচি সিগারেট সব অগ্রাহ্য করে মাথা নিচু করে দম দেওয়া পুতুলের মতো বাড়ি ফিরে যায়। এরাই বড় হয়ে ডাক্তার-মোক্তার হয়, বাপ-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করে!

যে কোনও হেডমাস্টারের মতো বামাপদবাবুরও বড় পেয়ারের ছিল এসব পিতলের মূর্তির মতো ছাত্রদল! কড়া রাশভারী লোক, রাঢ়দেশের খাঁটি চট্টোপাধ্যায় বামুন। মাথায় একটু খাটো, সাদা ধপধপে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, লিকলিকে বেত নিয়ে যখন লম্বা টানা বারান্দায় হেঁটে যেতেন, একপাশে সারি সারি ক্লাসঘরে মধ্যরাত্রির শ্মশানের নিস্তব্ধতা নেমে আসত। বারান্দার ওপারে ঘাসে ছাওয়া মাঠ, গোলপোস্ট আর মাথার ওপরে আকাশ-ভর্তি ফুরফুরে নরম মেঘ, কিন্তু সেসব দেখলে ছেলেবার বখাটে হয়ে যাবে। শোনা যায়, দৈবাৎ মাঠে যদি কোনও বেপথে গরু ঢুকে পড়ছে, বামাপদবাবু চোখ তুলে চাইলেই নাকি লেজ তুলে পগারপার!

আমার একটু দূরসম্পর্কের এক দাদুকে ওই বেত উঁচিয়ে একবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ার ফতোয়া দিলেন বামাপদ মাস্টার। ইশকুলের টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট বেরলে দ্যাখা গেল ডাহা ফেল! আমার কিশোর দাদু, ডাকনাম ছিল 'নাড়ু', সেই বয়সেই বখাটে ছেলে হিসেবে বেশ নাম কুড়িয়েছে। বাবার পকেট কেটে যাত্রা, হাফ-আখড়া, কাঁচি সিগারেট—এসব ছিল জলভাত। জানি না বেতঝোপে ঢাকা গাঁয়ের লাজুক নদীটির ধু ধু চরে তার কোনও বাল্যপ্রেম অপেক্ষা করে থাকত কি না। সেসব ফুলের বিকেলে কমলা রং গুলে আকাশ আর নদীর জলে কে যেন চড়িয়ে দিত, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের দল ভেসে ভেসে বয়ে যেত কোন সুদূর পুর আকাশে। চকাচকি আর গাংশালিকের দল চারপাশ আলো করে ফুটে থাকত বালির চরার।

চোখ বন্দ করলে বেশ দেখতে পাই, এক চঞ্চল কিসোর মুখ নিচু করে বসে আছে, থোলা থোলা বেথুর ফল তিরতির করে কাঁপছে নদীর বাতাসে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসতে দেবেন না বলেছেন বামাপদ মাস্টার। শুধু সে নিজেই নয়, তার দুই স্যাঙাত যদুপতি উকিলের ছেলে সুরেশ আর মুখুজ্জে বাড়ির যতীনও আছে। বাপের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে বাকি দু'জন। এই নদীর চর বড় প্রিয় নাড়ুর। মনখারাপ হলেই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে বসে থাকে। নদীর ওপর আপনমনে ভেসে যাচ্ছে একটা ছোট পানসি। কত দূর দেশের নাম নাড়ু ভূগোলের বইয়ে পড়েছে তার ভাল লাগে খুব, আঁক কষতেও ভাল লাগে। কিন্তু ধরে -বেঁধে পরীক্ষা দিতে বসালেই গায়ে জ্বর আসে। সেস্টে অঙ্ক পরীক্ষার দিন আকাশে দু'টো ঘুড়ি কাটাকুটি খেলছিল, জানলার কালো কালো জেলখানার মতো গরদের ফাঁক দিয়ে মন দিয়ে তাই দেখছিল নাড়ু। কাচ গুঁড়ো আর গদের আঠা দিয়েছে নির্ঘাত মাঞ্জায়। বাঁদিকের নীল ঘুড়িটা কেমন গোত্তা খাচ্ছে, ইস একেবারে আনাড়ি হাত, আরে বোকা ছেলে ছেড়ে খ্যাল, ওদিকে ঘুড়িটা তো বেঁড়ে, পারবে না। এইসব ভাবতে ভাবতেই আঁক কষা হয়ে উঠল না। সকালে কতবার কাকুতিমিনতি করল বামাপদবাবুর কাছে, —স্যার , একবারটি চান্স দ্যান! ম্যাট্রিকে ভাল করব, দেখবেন। ভারী টেবিল, ওপরে কাজগপত্রের স্তূপ। দেওয়াল থেকে স্থির চোখে চেয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি, আর স্বামী বিবেকানন্দ। ওপার থেকে গম্ভীর গলা তুলে বামাপদবাবু বললেন, —বাড়ি যা। এবারতোকে দেব না বসতে। একবছর বাল করে পড়াশুনা কর।

স্যার, অঙ্ক সব পারতাম আমি, একবারবসতে দিন স্যার........ —আচ্ছা! তাই না কি? পারতিস? শুয়ার কোথাকার, একটা অঙ্ক করে সাদা খাতা জমা দিয়েছিস আর পারতিস সব। মিথ্যেকথা বলার জায়গা পাস না?

অস্ত সূর্যের লাল আলোয় মাখামাখি ম্রান মুকখানি। একমথা নরম চুল লুটোপুটি খাচ্ছে বাতাসে। চোখের ভেতর টলটলে জল, যেন একটু স্পর্শ করলেই গড়িয়ে পড়বে গাল বেয়ে। টিটি করে কী একটা পাখি উড়ে গেল ওই দূরের বাঁশঝোপের দিকে। কৈশোর বড় অভিমানের সময়। হাড়গিলের মতো চেহারা হয়, ভাঙা গলার স্বর, এক অন্য মানুষ খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। মনে হয়, পৃথিবীতে কেউ নেই সেই আপনার জন্য, যে আমাকে বোঝে। কত ঝলমলে স্বপ্ন খেলা করে মাথার ওপর। তুষারাবৃত শৈলরাজি কত দুর্গম, গহিন অরণ্য, চিকচক্রবলি রেখা স্পর্শ করে থাকা উত্তাল সুনীল সমুদ্র হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। নাড়ু শুনেছে, ইশকুলের ভূগোল মাস্টারমশাইয়ের মুখে ক্যাপ্টেন স্কটের কথা! ইতিহাস বইয়ে পড়েছে ফতেপুর সিক্রির গল্প। মনে মনে কতদিন বিছানায় শুয়ে ভেবেছে, জোছনা রাতে সে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে ফতেপুর সিক্রির পথে। ওই তো বুলন্দ দরওয়াজা! ছুটে ঘোড়ার পিঠে ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে মোগল সৈন্যরা দল। শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরি সেলিম চিস্তির মাজার, ঘুরে ঘুরে কী সুরেলা গলায় গান গাইছে একদল লোক! কারা ওরা ? কই, এসব কথা তো লিখতে দেয় না কোনও পরীক্ষায়। কী হবে শুকনো কতগুলো সাল-তারিখ মুখস্থ করে!

কিন্তু কী বলবে বাবাকে আজ? সন্ধে নেমে আসছে দ্রুত, নাড়ুর যদি উপায় থাকত দু'হাতে করে আজ আটকে রাখত সময়-ঘড়ির সদা চঞ্চল কাঁটা দু'টি। মরজগতেত তা হওয়ার নয়! আদালত থেকে মক্কেল সামলে ফেরার সময় হয়ে গেল সরযুপ্রসাদের। এসে যদি শোনে, ছোট ছেলে ফেল করেথে, আহ্নিকে বসার আগেই খড়ম-পেটা করবে। নদীর এপাশে একটা পোড়া মন্দির আছে, কী'দিন হল কোথা থেকে এক জটাধারী সন্ন্যাসী আস্তনা গেড়েছে। কারওর সঙ্গে তেমন কথা বলে না, সাদা কাপড় পরেন। গাঁয়ের লোক যদি চাল, ডাল, মুলো, পটল, আলু সিধে দিয়ে যায়, রান্না চাপায় নদীর চরে কাঠের আখায়, নাহলে কিছুই খায় না সারাদিন! সন্ধে হলেই ধুনি জ্বালিযে বসে। খুব অবাক লাগে নাড়ুর তাকে দেখে। আচ্ছা, ওই সন্ন্যাসীর মতো যদি সেও বাড়ি ছেড়ে পালায়! পরীক্ষা দিতে হবে না, পাশ-ফেলের ভয় নাই, কত দেশ দেখবে, কত নতুন মানুষ কত জায়গায় ঘুরে বেড়াবে একা একা। মা কি কাঁদবে তখন তার জন্য খুব? আলো মুছে যাচ্ছে একটু একটু করে। নশ্বর মানুষের আয়ুর পাতা থেকে শেষ হয়ে আসছে আরও একটা দিন। দূরে বাঁশঝাড়ের মাথায় দিনান্তের একটুকরো মলিন আলো আলতো লেগে আছে। তাই উদাস হয়ে ভাবছে নাড়ু। নাঃ এভাবে হবে না, ম্যাট্রিক পরীক্ষা তাকে দিতেই হবে এ বছর। একটু দূরের গোকর্ণ হাই ইশকুলের হেডমাস্টার তার চেনা মানুষ। একবার কংসবধ যাত্রাপালায় নাড়ু 'সখী' সেজেছিল, গোকর্ণে সেই পালা দেখে কাছে ডেকে খুব প্রশংসা করেছিলেন হেডমাস্টার। নিরোদবাবু। তিনি আবার সরযুপ্রসাদের মক্কেল, কী একটা জমির কেস জিতিয়ে দিয়েছিলেন সরযুপ্রসাদ। তাঁর কাছে কাল সকালে একবার গেলে হয় না?

আমার ঠাকুমার মুখে শুনেছি সে বছরই গোকর্ণ ইসকুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল নাড়ু। ধুশু তাই নয়, ফার্স্ট ডিভিশনও পেয়েছিল। গোকর্ণ ইশকুল থেকে মার্কশিট নিয়ে ফেরার পথে কান্দি ইশকুলে হেডমাস্টারের ঘরে ঢুরে বাঁহাতের দু'টো আঙুলে মার্কশিট নাচিয়ে বামাপদবাবুকে বলেছিল রমাপ্রসাদ ওরফে নাড়ু ---'দ্যাক রে বামা! পরীক্ষা দিতে দিসনি, এই দ্যাখ ফাস ডিভিশন!

ঠাকুমা বলেন, তাঁর দেওরের ডান হাতে নাকি তখন জ্বলন্ত কাঁচি সিগারেটও ছিল।

সেসব কোন কালের কথা। গত শতকের ছায়ায় ভোজবাজির মতো বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে রঙ্গমঞ্চের সব চরিত্র। শুধু থেকে গেল আজও সেই ছেলের দল, যাদের পায়ে শেকল পরে ক্লাসঘরে বসে থাকতে বাল লাগে না। বাইরে রোদ্দুর ওঠে তখন খুব, আষাঢ়ের অপরাহ্ণে ফলসা গাছের মাথায় আপনমনে একসুরে ডেকে চলে একটা পাখি। চোখ গেল চোখ গেল চোখ গেল........... আবারকোনও চৈত্র মাসে ধু ধু দুপুরে উড়ে বেড়ায় বিবাগি হাওয়া-বাতাস। লাল ধুলোয় ঢেকে যায় পথঘাট, পুরনো বেলগাছ থেকে টুপটাপ খসে পড়ে শুকনো পাতা। ক্লাসঘরে তখন সাদা খাতা দেওয়া হয়, ওপরে নাম, রোল নাম্বার লিখে অপেক্ষা করতে হবে প্রশ্নপত্রের একের দাগে বারো নাম্বারের প্রশ্ন জানতে চাইছে অপূর্বকুমার রায়ের মনোজগৎ কেমন ছিল?

প্রথম বেঞ্চের ছেলেরা কেমন খসখস করে লিখে চলেছে পাতার পর পাতা। খাতা ফুরিয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাইয়ের কাছে বলতে হবে—স্যার পাতা লাগবে। আমাদের সময়ে যে যত বেশি অতিরিক্ত পাতা নিত, সে তত বাল ছেলে বলে মনে করত সবাই, শুধু একজন ছন্নছাড়া দলছুট ছেলে জানলা দিয়ে চৈত্রে খাঁ খাঁ ফ্যাকাসে আকাসের দিকে চেয়ে ভাবত, তী লিখবে অপূর্বকুমার রায়ের কথা। একটা উপন্যাস লিখে চলে। এই কথা লিখবে, না কি সেই মনসাপোতার কথা লিখবে? আর হরিহর রায়ের ভাঙা কোঠাবাড়ি, তার কথা লিখবে না? সময় চলে যায় পরীক্ষার। পরীক্ষক গম্ভীর গলায় ঘোষণা করেন—অনলি ফাইভ মিনিটস। ফল বেরলে দ্যাখা যায়, বাংলা পরীক্ষায় ফেল করেছে ছেলেটি।

অথবা টেনেটুনে কোনওরকমে পাশ করে যায় সে যাত্রায়।

কিন্তু পাশ করেই বা কোথায় যাবে সে? লম্বা সাপের মতো এক অনন্ত সড়ক পড়ে আছে সামনে। সেই পথ বেয়ে অগোতে হবে, কত অযুত পরীক্ষা ওত পেতে বসে আছে তাঁর দু'ধারে। অর্থ উপার্জনের পরীক্ষা, ভালবাসার পরীক্ষা, অসামান্য পিতা, পুত্র বা স্বামী হয়ে ওঠার পরীক্ষা। আর যে পথ ওই সোজা চকচকে সড়ককে একা রেখে চলে গেল মধুখালির বিল পার হয়ে জংলা বুনো লতায় ছাওয়া নির্জন দ্বিপ্রহরকে ডাইনে রেখে, বেথুর ঝোপের গা বেয়ে কোন অলীক দিগন্তরেখার দিকে, তার কী হবে? সেখানে খোলা তারবারির মতো বেত হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বামাপদবাবুরা। তোমাকে দেখলেই চোখ লাল করে চিৎকার করে উঠবেন---'শুয়ার কোথাকার। ফিরে যাও বড় রাস্তায়।' একটার পর একটা পরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যায় ছেলেটি। কোথাও তেমন সুবিধা করতে পারে না সে। মাথার ভেতর ঘুরপাক খায় ছায়া ছায়া সব চরিত্র। আঙুল তুলে লোকে বলে, ফেল ফেল ফেল! ক'টা টাকা রোজগার করে বাড়ি ফেরার পথে প্রতি পাত্রে সে দ্যাখে, একটা নরম মাটির দাওয়া। পাকা টুসটুসে কামরাঙা শাড়ির কোঁচড়ে করে নিয়ে এসেছে রাধুদি। চৈত্রের আকাশ ভরে উঠেছে নক্ষত্ররাজির ছায়ায়। আরও ক'দিন পর ছুটে আসবে মেগের দল, বাতাসে ভাসবে কদম রেণু। থলকমল মাথা দোলোবে আশ্বিনের রৌদ্রে। শুকনো পাতায় শোনা যাবে ছোট দিনের গান।

বকুনি খাওয়া শিশুর মতো কাঁচুমাচু মুখ নিয়ে কোথাও যাবে ওই ছেলেটি? তার কিশোরকাল যে শেষ হল না আর এ জন্মে।

সব পরীক্ষায় তার জীর্ণ সাদা খাতায় বড় বড় হরফে লাল রঙে শুধু লেখা থাকে— ফেল!

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

গরমে কষ্ট করে ভোট দেবে কেন মানুষ

অপূর্ব দাস

দেশে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন পর্ব শেষ হল এক উত্তপ্ত আবহের মধ্যে। একদিকে নিষ্করুণ প্রকৃতি অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেন মল্লাযোদ্ধাদের লড়াই। প্রতিপক্ষকে চিৎপাত করে আছড়ে ফেলার জন্য লস্ফঝম্প। দর্শক হচ্ছে ভোটারকুল। ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছতে কত কসরত রাজনৈতিক কুশীলবদের। ভোটারদেরমন কাড়তে প্রতিশ্রুতির বন্যা। কিন্তু প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে নাগরিকরা এই যজ্ঞে কীভাবে তাদের অধিকার প্রয়োগ করবেন তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার ফুসরত কোথায়?

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড খরতাপে ভোট করানো যে কী কঠিন তা ইতিমধ্যেই সব মহল হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। সূর্যের প্রখর রুদ্রমূর্তিতে দগ্ধ জনগণ। তার মধ্যে ভোট প্রক্রিয়া সাহগ হল প্রায় দু'মাস ধরে। মার্চে বিজ্ঞপ্তি জারির পর থেকে তৎপরতা শুরু হয়ে শেষ হল মে মাসের শেষ পাদে। এ এক রাজসূয় যজ্ঞ। ১৩০ কোটির মধ্যে প্রায় ৯১ কোটি ভোটার। ভারতবাসীর কাছে ভোট একটা উৎসবের মতো। এ বিষয়ে মানুষের সচেতনতাও লক্ষণীয়। চাঁদিফাটা রোদ ও উৎকট গরম উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘমটা অপেক্ষা করে পবিত্র নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। বহু বুথে ইভিএম বিভ্রাটের জেরে দুর্ভোগে পড়েছেন হাজার হাজার ভোটার। অনেক বুথে পানীয় জলেরও কোনও ব্যবস্থা ছিলনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিপুল

ভোটে জয়ের পর জনতা জনার্দনকে প্রথম সম্ভাষণে গরমের মধ্যে ভোট দেওয়ার কষ্ট সহ্য করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রতিকূল আবহাওয়ায় ভোট দিতে গিয়ে ভোটার ও ভোটকর্মীদের মৃত্যুমুখে পড়েন। ভোট করতে গিয়ে এবারেও একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। শেষ দফার ভোটে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ৭০ বছরের অধীর মণ্ডল বুথে ভোট দিতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গরমের ছোটে তিনি অচেতন হয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে তাঁরমৃত্যু হয়। এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভোটের সময় এভাবেই মারা যান ভোটার চাড়াও ভোটকর্মী ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা মানুষজন। এর জন্য দায়ী কে? প্রকৃতি ? সরকার বা জনপ্রতিনিধিদের কি কোনও দায়বদ্ধতা নেই? শুধু তাই নয়, প্রার্থী থেকে দলের হাজার হাজার কর্মীকেও প্রাণান্তকর অবস্থায় পড়তে হয়। দেশের সঙ্গে দেশের কথাও ভাববার সময় এসেছে।

গরমের মধ্যে সাত পর্যায়ে ভোট না করার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আপত্তি উঠেছিল বিভিন্ন মহলে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আপত্তি জানিয়েছেন। কারণ এ ধরনের আবহাওয়া মোটেও ভোটের অনুকূল নয়। তবুও ভোটের পথেই নামতে হয়েছে নেতা,কর্মী ও সমর্থকদের। নেতারা গাড়িতে করে পানীয় ও পথ্য নিয়ে বেরিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ কর্মীদের অবস্থা? নিরাপত্তা কর্মী বা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত মানুষ? হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় এই মহাযজ্ঞে। তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে আমজনতাকে অংশ নিতে কেন বাধ্য করা হবে? এই প্রশ্ন উঠেছে। বিকল্প পথ-খুঁজতে সবদিক খতিয়ে দেখা দরকার।

এটাও টিক যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন করাও আবশ্যিক। তা না হলে দেশে সাংবিধানিক সঙ্কট দেখা দেবে। নির্বাচন কমিশনকে তো সংবিধান মেনেই চলতে হয়। সরকারের সুপারিশ মেনেই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করার দায়িত্ব তার ঘাড়ে। আবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে সব দলের সম্মতি ছাড়া রাতারাতি কোনও কিছু বদল করাও অসম্ভব। ফেডারেল কাঠামোয় দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সাজানো রয়েছে। নির্বাচনী ব্যবস্থায় বদল আনতে হলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়াই বিধি।

এছাড়া আরও একটা দিক গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখার সময় এসেছে। নির্বাচনী খরচে লাগাম দিতেও কালো টাকার খেলা বন্ধ করতে কমিশন বিবিধ দাওয়াই দিলেও পুরোপুরি সফল হয়নি। তবে আংশিক নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। কমিশনের আরও কঠোর হাতে রাশ ধরার দাবি উঠেছে। শাসক দলের প্রতি কোনও দুর্বলতা না দেখিয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য সরব হতে দেখা গেছে বিরোধী পক্ষকে। আরও পেশাদারি ভূমিকার সঙ্গে ত্রুটিগুলি দূর করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যাতে অভিযোগের মাত্রা কমে আসে। এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া দারকার কমিশনের।

সংবিধানে দেশের মানুষকেই শেষ কথা বলার অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে খর্ব না হয় তাও সুনিশ্চিত করেছেন সংবিধান প্রণেতারা। জগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার দেশের ও দশের জন্য কাজ করার জন্য দায়বদ্ধ। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বও নির্দিষ্ট করা হয়েছে সংবিদানে। বাস্তবে কতটা সফল হবে তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও নরেন্দ্র মোদি এক সময় প্রস্তাব দিয়েছিলেন লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির ভোট এক সঙ্গে করার। এরকম ব্যবস্থা চালু হলে যেমন ব্যয়বার কমবে এবং সরকারি কোষাগারে চাপ লাঘব হবে পাশাপাশি বার বার ভোটের এলাহি আয়োজনের ঝঞ্ঝাট কমবে। সরকারি কর্মীদের কাজে লাগানো থেকে নির্বিঘ্নে ভোট করতে নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবস্থা করাও বিপুল ঝক্কি ও খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাবকে বিরোধী পক্ষ আমল দেয়নি। ফেডারেল সট্রাকচার ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্র বলেও অভিযোগেও করা হয়। সমাধান খুঁজতে আলোচনার পথই শ্রেয়। কোটি কোটি মানুষের কথা ভেবে রাজনৈতিক দলগুলিকেই সর্বসম্মতভাবে বাস্তসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।

(সৌজন্য দৈঃ স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা বাঙালি দলের প্রতিনিধিরা। ছবি- নিজস্ব।

নতুন কাউকে মন্ত্রী করলেন না মমতা

কলকাতা, ২৮ মে (হি.স): নির্বাচনী বিধি উঠতেই আইএএস, আইপিএসদের বদল শুরু করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সেরে ফেললেন মন্ত্রিসভার রদবদলও। কিন্তু, নতুন কাউকে মন্ত্রিসভায় আনলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘নতুন কাউকে নিয়ে কী হবে। সেই তো খরচা বাড়বে’।রাজ্য মন্ত্রিসভায় ফের রদবদল সংক্রান্ত ফাইল মঙ্গলবার নবান্ন থেকে রাজভবনে পাঠানো হয়। মন্ত্রিসভার রদবদল তথা শপথ গ্রহণের জন্য সময় চেয়ে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছে চিঠি পাঠায় নবান্ন। রাজভবন সূত্রের খবর, বর্তমানে প্রয়াগরাজে রয়েছেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি। সেখান থেকে ফিরলে মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে সই করবেন তিনি।

নতুন কোনও মুখকে মন্ত্রিসভায় না নিলেও শুভেন্দু অধিকারীর দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিবহণ ও পরিবেশের পাশাপাশি তাঁকে সেচ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে জল সম্পদ উন্নয়ন দফতরও। সেচ দফতর ছিল সৌমেন মহাপাত্রের হাতে। তাঁকে দেওয়া হয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর। এই দফতর আগে ছিল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের দায়িত্বে। পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীর হাতে থাকা পরিবেশ দফতর দেওয়া হলো সৌমেন মহাপাত্রকে। বন দফরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্রাত্য বসুকে। আগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর তাঁর হাতে থাকল। বন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুজিত বসুকে। সুজিত বসুর হাতে দমকল দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব যেমন ছিল তেমন থাকছে। গতবার মন্ত্রিসভার রদবদলের সময় শুধু বায়ো টেকনোলজি ছিল ব্রাত্য বসুর হাতে। প্রায় গুরুত্বহীন দফতর। এবার ফের তাঁকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এক সময়ের সেচ মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দফতরের সাথে যুক্ত হল আদিবাসী উন্নয়ন দফতর। মলয় ঘটকের তার হাত থেকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর সরিয়ে নেওয়া হলো। তাঁর হাতে রইল শুধু শ্রম ও আইন দফতর।

নতুন কাউকে না নেওয়া প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শান্তিরাম মাহাতো এবং বিনয়কৃষ্ণ বর্মনের হাত থেকে দফতর নিয়ে নেওয়া হয়েছে। শান্তিরামের হাতে ছিল পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন। তা দেওয়া হয়েছে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। মঙ্গলবার সন্ধেবেলা নবান্ন থেকে বেরনোর সময় মন্ত্রিসভার রদবদলের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘সুব্রতদা বাঁকুড়ায় ভোটে লড়েছিলেন। তাই তাঁকে পশ্চিমাঞ্চল দেওয়া হয়েছে’।

খয়রাশোলে ফের বোমা বিস্ফোরণ

খয়রাশোল, ২৮ মে (হি. স.) : বীরভূমের খয়রাশোলে ফের বোমা বিস্ফোরণ ঘটল। আবার সেই বড়রা গ্রামে। যে বডরা গ্রামে কয়েক মাস আগেই ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরনে উড়েছিল তৃণমূলের পাকাপোক্ত পার্টি অফিস।ওই তৃণমূল অফিসের দেওয়ালে যার নাম ও মোবাইল নাম্বার লেখা ছিল এলাকার সেই ডাকসাইটে তৃণমূল নেতা সেখ কালোর খামার বাড়িতে মঙ্গলবার দুপুরে বোমা বিস্ফোরণ হয়। ধ্বসে গিয়েছে খামারের আস্ত পাঁচিল।

এই ঘটনায় ফের এলাকায় তৃণমূল দুই গোষ্ঠীর যে কোন্দল যাকে ঘিরে অশান্তি তা মাথাচাড়া দেবার আশঙ্কায এলাকাবাসী। বাড়িতে অস্ত্র রাখার দাযে অভিযুক্ত সেখ কালো বর্তমানে রয়েছে জেলে। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, খামারবাড়িতে মজুদ করা বোমা রোদের তাপেই ফেটে গিয়ে ঘটেছে ঘটনা না অন্যপক্ষের লোকজন বোমা ছুঁড়েছে পাঁচিল লক্ষ্য করে তা নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর একে অপরের মধ্যে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।গ্রামবাসীদের কথায, মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ আচমকা বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা।প্রান ভয়ে ঘর ছেড়ে ছুটতে থাকে মানুষ। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় এলাকার তৃণমূল নেতা, কয়লা কারবারী একাধিক ঘটনায অভিযুক্ত সেখ কালোর বাড়ির পাশে থাকা পাঁচিলটি ধ্বসে মাটিতে মিশে গিয়েছে। এলাকার অধিকাংশ মানুষের মত, খামারবাড়িতে মজুদ রাখা বোমা ফেটেই এই ঘটনা ঘটেছে। যদিও কালোর পরিবারের লোকজন তা মানতে চান নি। তাদের অভিযোগ, বিরোধী গোষ্ঠীর লোকজনরাই বোমা মেরে পাঁচিল ভেঙেছে।

গত ১৩ই মে রাতভর, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বোমাবাজি, অস্ত্র হাতে তান্ডব চলেছিল বড়রা গ্রামে। হাড়হিম করা সন্ত্রাস দেখেছিল গোট গ্রাম। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদ ঘিরে সারারাত ধরে শুধুই বোমার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর নেতা শেখ কালো এবং উজ্জ্বল কাদেরীর অনুগামীদের মধ্যে বিবাদের পরিণতিতে ভোট মিটতেই ফের তটস্থ হয়ে আছে খয়রাশোল ব্লকের কাঁকরতলা থানার বড়রা গ্রাম। অনুব্রতের নির্দেশে জামিন পাওয়া তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল কাদেরীর অনুগামীরা বোমা, বন্দুক নিয়ে চড়াও হয় অপর গোষ্ঠীর নেতা তথা অন্যতম দুতি শেখ কালোর বাড়িতে চড়াও হয়েছিল সেদিন বলে অভিযোগ। শেখ কালোর একটি বাড়িতে আগুনও লাগিয়ে হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। তারমধ্যে অন্যতম ছিল এই সেখ কালোও। যে এখনও রয়েছে জেলে। জেলে থাকা সেই নেতার খামারেই ঘটেছে এদিনের বিস্ফোরন।

সেখ কালোর বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা উজ্জ্বল হক কাদেরীর অভিযোগ, “আগের ঘটনার সময় কালো খামারে মজুদ করা বোমা রোদের তাপে ফেটে গিয়েই ঘটেছে এই বিস্ফোরন।” যদিও তা মানতে চান নি সেখ কালোর স্ত্রী খায়রুন্নেসা বিবি। তিনি পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন কাদেরী গোষ্ঠীর দিকে। তার বক্তব্য, “এদিন মামলার হাজিরা থাকায় বাড়ির সবাই স্বামীর সাথে দেখা করতে আদালতে গিয়েছিলাম। এরমধ্যেই শুনি এই ঘটনার কথা। আশপাশের লোকজন বলেছে আকবর, বিট্টু সহ বেশ কয়েকজন নাকি আমাদের খামার বাড়ি পাশে ঘোরাঘুরি করছিল। এরা বিরোধী গোষ্ঠীর ছেলে। এরাই বোমা নিয়ে আক্রমণ করেছে আমাদের বাড়ি লক্ষ করে।

গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত নানুর

নানুর, ২৮ মে (হি. স.) : পঞ্চায়েতের কাজ ও বালিরঘাটের দখলদারি কার হাতে থাকবে এই নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নানুরের দান্য পাড়া গ্রাম। রাত থেকে এদিন সকাল পর্যন্ত দফায় দফায় গ্রামের রাস্তায় চলে বোমাবাজি। ভাঙচুর করা হয় দু”পক্ষের বাড়ি। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী কমব্যাট ফোর্স।

সোমবার তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের সাথে একান্ত সাক্ষাত হয় নানুরের বিদ্রোহী তৃণমূল নেতা কাজল শেখের। বিজেপি ঝড়ের সামাল দিতে এক প্রকার মাথানত হয়েই অনুব্রত মণ্ডল কাজল শেখকে তার নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠান। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য এমনটাই। আর এর সাথে সাথেই রাজনৈতিক মহলের জল্পনা বীরভূমের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলানোর। কিন্তু কোথায়! অনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখের মধ্যে সাক্ষাৎ এর পরেও নানুর থেকে গেল নিজের জায়গায়। গতকাল রাতে তৃণমূলের নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফের উত্তপ্ত হয় নানুর এলাকা। রাতভর চলে ব্যাপক বোমাবাজি। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে বাড়িঘর ভাঙচুর করার অভিযোগ তুলেছে। সোমবার দুপুরে তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের বোলপুরের বাড়িতে নানুরের বিক্ষুব্ধ নেতা কাজল শেখের দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়। কাজল শেখকে ফের দলে ফেরান অনুব্রত। তাকে নানুরের ব্লক কার্যকরী সভাপতি করা হয়। এর পরেই ফের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নানুর। মহিম শেখ ও শেখ আলো গোষ্ঠীর কর্মী সমর্থকদের মধ্যে পঞ্চায়েতের কাজ ও অজয় নদের বালিরঘাট গুলির রাস কার হাতে থাকবে এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই একটি চাপানউতোর ছিল। এর জেরেই রাত থেকে শুরু হয়ে যায় দুই গোষ্ঠীর আশ্রিত দুষ্কৃতীদের মধ্যে ব্যাপক বোমাবাজি। ভাঙচুর করা হয় দুপক্ষের বেশ কয়েকটি বাড়ি। এদিন সকাল পর্যন্ত দফায় দফায় চলে বোমাবাজি। খবর পেয়ে রাতেই গ্রামে যায় পুলিশ, কিন্তু রাতে গ্রামে ঢুকতে সাহস দেখায়নি পুলিশ এদিন সকালে বিশাল পুলিশবাহিনী ও কমব্যাট টহল দেয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শেখ আলো গ্রামের অন্যান্য লোকেদের তৃণমূল দল করতে দেবে না বলে ভয় দেখাচ্ছে। অথচ সেও তৃণমূল দল করে বলে গ্রামবাসীদের দাবি। সে নিজেই এলাকায় তৃণমূল করে নিজের আধিপত্য বিস্তার করবে।আবার উল্টোদিকে শেখ আলো অভিযোগ

ছয়ের পাতায়

বুধবার ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২৮ মে (হি.স): আগামীকাল বুধবার ও পরশু বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মঙ্গলবার আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৩১ মে থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। উত্তরবঙ্গে তরাই ও ডুয়ার্সে রোজই ঝড় বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কমবে। জানা গেছে, স্বাভাবিক সময়ে আন্দামানে পৌঁছালেও পিছিয়ে পড়েছে বর্ষা। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরেই আসবে বর্ষা। কবে ভারতীয় মূল ভখন্ডে প্রবেশ করবে তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর ফলে আগামী অন্তত দু সপ্তাহ কালবৈশাখীর ওপরই ভরসা করতে হবে। সাধারণত ৮ জুন দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢোকে। তবে পরিস্থিত এমন থাকলে জুনের প্রথম থেকে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতে পারে। মঙ্গলবার রাতে রাতে দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কোথায় কোথায় বৃষ্টি হবে তা এখনই তা বলা যাচ্ছে না। মেঘের সঞ্চার হওয়ার পরই ঝড়-বৃষ্টির গতিপথ বোঝা যাবে। ঝড় বৃষ্টি শুরু হবে নদিয়ার তেহট্ট, পলাশি এবং নাকাশিপাড়ায়। ঝড় বৃষ্টি হতে পারে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামেও। এই মূহুর্তে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায়। বুধবার কলকাতার আকাশ থাকবে প্রধানত পরিস্কার। প্রচন্ড গরমে অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হবে। মঙ্গলবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল পুরোপুরি পরিস্কার। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন,২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম। বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৩ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৫৭ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

”বাংলার মণীষীদের মূর্তি বসানো হচ্ছে শহরের নামী ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলিতে” : পার্থ

কলকাতা, ২৮ মে (হি.স.) : এবার শহরের নামী ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে বসতে চলেছে বাংলার মণীষীদের মূর্তি ঊ মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে একথা জানান শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিন শিক্ষামন্ত্রী জানান, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি বসানো হবে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বসানো হবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি । রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তি বসানো হবে কলেজ স্কোয়্যারে । এ ছাড়া বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগর মিউজিয়াম গড়া হবে । কলেজ স্কোয়্যারে বসানো হবে কাজি নজরুল ইসলামের মূর্তিও । তিনি আরও বলেন, ”বাংলার মণীষীদের মূর্তি বসানো হচ্ছে শহরের নামী ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলিতে । তাছাড়াও বিদ্যাসাগর সেতুর সামনে বিদ্যাসাগরের মূর্তি যাতে বসানো যায় কিনা সে চেষ্টা চালাচ্ছি ঊ বিদ্যাসাগরের জন্মের ২০০ বছর উপলক্ষে অনেক পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের”। প্রসঙ্গত, বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের কলকাতায় রোড শোয়ের দিনই অশান্তিতে ভাঙা হয়েছিল বিদ্যাসাগর কলেজের বিদ্যাসাগরের মূর্তি। সেই ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল গোটা রাজ্য ।

‘খাদ্য নিরাপত্তা অভিযান’-র প্রথম রিপোর্ট এল পুরসভায়

কলকাতা, ২৮ মে (হি .স.) : শহর জুড়ে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ‘খাদ্য নিরাপত্তা অভিযান’ শুরু হয়েছেঊ সেই সমীক্ষার প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করেছে কলকাতা পুরসভা। একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় শহরের ১০ টি অঞ্চল থেকে ১৭৬৭ জন খাদ্য বিক্রেতার উপর এই সমীক্ষা করা হয়। পুরভবনে মঙ্গলবার এই রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। এদিন অতীন বাবু জানান,’উত্তর কলকাতার হাতিবাগান থেকে শ্যামবাজার ও দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত রাস্তার খাবার সবচেয়ে বেশি খাদ্য উপযোগী ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিরাপদ’। তারপরেই স্থান পেয়েছে কালীঘাট মেট্রো স্টেশন থেকে থেকে হাজরা মোড় এবং যাদবপুর অঞ্চলের খাবার এবং তারপরে রয়েছে চিৎপুর মসজিদ, নিউ মার্কেট এবং গড়িয়াহাট এলাকার খাবার। তবে লাউডন স্ট্রিট, মির্জা গালিব স্ট্রিট, রিপন স্ট্রিট, কাঁকুলিয়া রোড সহ শহরের ১৮ টি জায়গার খাবার অত্যন্ত নিম্নমানের বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে। এই অঞ্চলগুলিতে খাবারের গুণমান ভালো করতে বিশেষ নজর দেওয়া হবে বলে জানান অতীনবাবু।এই প্রসঙ্গেও বেশ কিছুদিন আগে অতীন বাবু জানিয়েছিলেন, ছোট দোকানগুলোতে যেহেতু কোনও আইন নেই তাঁদের খাবার বাজেয়াপ্ত করে সতর্ক করা ছাড়া আর উপায় নেই ঊ সেই জন্যই সাধারণ মানুষকে রাস্তার খোলা খাবার,কাটা ফল খোলা শরবত খেতে বারণ করছেন তিনি। একই সাথে তিনি বলেন, “মৃতদেহ রাখা ও মাছ রাখার জন্য যে বরফ ব্যবহার করা হয় সেগুলি অনেক সময় রাস্তার ধারের শরবতের দোকানগুলি ব্যবহার করে থাকে। এই শরবত মানুষ খেলে লিভার ও পেটের সমস্যা হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। তাই আমরা বলব খোলা খাবার খাবেন না।’

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

জম্মু, ২৮ মে (হি.স.) মঙ্গলবার বিকেলে ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। এদিন বিকেল চারটে নাগাদ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরে ভারতীয় সেনা ছাউনিগুলি লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গোলা বর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। পাল্টা যোগ্য দিয়েছে ভারতীয় সেনা জওয়ানরা। এদিন সকালে পুঞ্চ জেলার শাহপুর সেক্টরেও সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। এমনকি কাঠুয়া কেলার হীরানগরে সেক্টরেও গোলা বর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। মর্টার, ছোট স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে পাকিস্তান গোলা বর্ষণ করে পাকিস্তান। গত রবিবার নৌসেরা সেক্টরে পাকিস্তানি গোলায় গুরুতর আহত হন এক ভারতীয় তরুণ। ১৯ মে পুঞ্চ সেক্টরে এএসআই সত্যপাল সিং বোমার স্পিন্টার ফেটে আহত হন।

প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মমতা, মিশ্র প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ২৮ মে (হি. স.): প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজির থাকার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল বিজেপি। অন্যদিকে, কংগ্রেসের তরফে ব্যঙ্গ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোভাবের।

মঙ্গলবার দলের অন্যতম কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা বলেন, “এটা আশার কথা, গণতান্ত্রিক সম্পর্কের বিষয়টা মুখ্যমন্ত্রীর এ সময় মনে পড়েছে। এটা ওঁর সব সময় মাথায় রাখা উচিত।” আগামী বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে হবে ওই অনুষ্ঠান।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে রাহুলবাবু ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে বলেন, “প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে বেশ কিছুকাল ধরে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত লজ্জাকর ও অপমানজনক কথা বলেছেন। একটা ন্যূনতম সৌজন্যবোধ থাকা উচিত। প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন, এটাই তো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গিয়ে উনি বিপদে পড়লে তখনই গণতান্ত্রিক সম্পর্কের বিষয়টা মাথায় আনেন। অন্য সময় ভুলে যান।”

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে বলেন, “ভোটের আগে উনি (মুখ্যমন্ত্রী) কত কটূক্তিই না করেছেন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে। তুই-তোকারি করেও বলেছেন। আমি প্রধানমন্ত্রীকে অপছন্দ করতেই পারি। কিন্তু শালীনতার একটা ব্যাপার আছে তো! আসলে রাজীব কুমারকে যে কোনও সময় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা ধরতে পারেন। এর পর আর কে কে ধরা পড়বেন, এটা ভেবে মুখ্যমন্ত্রী রীতিমত শঙ্কিত।

আর একটা প্রশ্ন জাগছে আমার মনে। মুখ্যমন্ত্রী পাথর মেশানো সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছেন না তো যেটা খেয়ে প্রধানমন্ত্রীর দাঁত ভাঙে?”

এদিকে, রাহুলবাবু আজ জানান, “পশ্চিমবঙ্গ থেকে সব মিলিয়ে প্রায় ২০০ জন যাবেন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও দলের বিভিন্ন জেলার সভাপতি, লোকসভার বিভিন্ন কেন্দ্রের আহ্বায়ক। পুরুলিয়ায় ‘শহিদের’ ছয় পরিবারকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মমতা

কলকাতা, ২৮ মে (হি.স.) : লোকসভার নির্বাচনের প্রচার পর্বে নরেন্দ্র মোদী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাক যুদ্ধে কোথাও কোথাও রাজনৈতিক শালীনতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই ‘এক্সপিয়ারী প্রধানমন্ত্রী’ নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় বার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিল্লি যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে বের হবার সময় সে কথা নিজেই জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘সাংবিধানিক সৌজন্যতা রাখছি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকার চেষ্টা করছি’। তিনি জানান, ‘ওঁরা আজই চিঠি পাঠিয়েছে। আমি অন্য কয়েক জন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছি। এটা যেহেতু একটি সাংবিধানিক অনুষ্ঠান তাই আমারা ঠিক করেছি যে যাওয়া উচিত’। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘শেষ মুহূর্তে জানতে পেরেছি। মাঝে শুধু কালকের দিনটাই রয়েছে। পরশু সন্ধ্যায় শপথ গ্রহণ। ফলে যেতে হলে কালই যেতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার’।কেন্দ্রে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সংসদীয় গণতন্ত্রের বড় অনুষ্ঠান বইকি। সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী তাঁর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রপতিই সবাইকে নিমন্ত্রণ করেন। এর আগেও প্রধানমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফেই সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এটা বরাবরেরই রীতি। এবারও মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে রামনাথ কোবিন্দের তরফেই নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে। তবে রাষ্ট্রপতি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান বলেই সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই যে শপথ অনুষ্ঠানে যান, তা সব সময়ে হয় না। কেন্দ্রে শাসক দলের মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত হলেও বহু সময়ে দেখা গিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের মুখ্যমন্ত্রীরা অনুপস্থিত থাকেন। এবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত যাবেন কিনা তা নিয়ে দোলাচল ছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এ দিন সেই ধোঁয়াশা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মমতা যে অবস্থান নিয়েছেন তা খুবই ইতিবাচক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেমন সমন্বয়মূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা বলেন। তেমনই মমতাও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে মজবুত করার পক্ষে। রাজনৈতিক বিরোধিতা যাতে সেই সমন্বয়ের পথে বাধা না হয় তার কথা দু’জনেই বলেন। মমতার এই অবস্থানকে এদিন স্বাগত জানিয়েছে বিজেপিও।

কংগ্রেসের আত্মবিশ্বাসেই কংগ্রেস ফিরবেই : প্রদীপ ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২৮ মে (হি.স) : ২০১৯ এর লোকসভা ভোটে সমগ্র দেশ জুড়ে প্রায় ভরা ডুবি হয়েছে কংগ্রেসের ঊ পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও খারাপ ঊ রাজ্যে ৪২ টি আসনের মধ্যে মাত্র ২ টি আসনে দখল রাখতে পেরেছে তারা ঊ ইতিমধ্যেই দলের ভরাডুবির দায় নিয়ে, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতির পদ থেকে ইস্তপা দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন রাহুল গান্ধী ঊ এমতাবস্থায় দলের কান্ডারী শক্ত করে ধরলেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব ঊ এদিন কংগ্রেসের অন্যতম নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, “পশ্চিমবঙ্গে স্বমহিমায় কংগ্রেস ফিরবেই ঊ কংগ্রেসের আত্মবিশ্বাসেই কংগ্রেস ফিরবে ঊ” মঙ্গলবার বিধানভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন তিনি।

প্রদীপ ভট্টাচার্যর কথায়, পশ্চিমবঙ্গে ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক মেরুকরণ হয়েছে ঊ যা রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম ঊ এরফলে ইতিমধ্যেই ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়ে গেছে সংঘর্ষ ঊ এর আগে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি রাজ্যকে ঊ এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঊ যার জন্য দায়ী তৃণমূল সরকার। মানুষ প্রশাসনের কাজে ক্ষুদ্ধ হয়েই, না

ছয়ের পাতায়

নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ কংগ্রেস নেতার

তিরুবনন্তপুরম, ২৮ মে (হি.স.) : কংগ্রেস নেতার মুখে প্রধানমন্ত্রী গুণগান। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলের জল্পনা তৈরি হয়েছে।

মঙ্গলবার কেরলের কংগ্রেস নেতা এ পি আবদুল্লাকুট্টি ফেসবুকে পোস্ট করেন লেখেন, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে ভারতের প্রতিটি শহর, মফস্বল, গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে খোলা জায়গায় শৌচকাজ মুক্ত করা গিয়েছে। শৌচাগার তৈরির মাধ্যমে স্বচ্ছতার দিকে দেশ এগিয়ে গিয়েছে। এমনকি উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে দেশের মহিলারা। নরেন্দ্র মোদীর এই জয়ে বিজেপির অন্দরে অনেক নেতাকর্মী চমকে গিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর সামাজিক ভাবনা সফল ভাবে বাস্তবায়িত করেছেন নরেন্দ্র মোদী। খোলা জায়গায় শৌচকাজ থেকে দেশবাসীকে মুক্ত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। দেশবাসী এখন উন্নয়নের প্রতি আস্থাশীল। প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করার এ পি আবদুল্লাকুট্টিকে শোকজ করেছে কংগ্রেস।

রামপুরহাটে দুমিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড কয়েকটি গ্রাম

রামপুরহাট,২৮ মে (হি. স.) : দুমিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড বীরভূমের রামপুরহাট-২ ব্লকের বুঁদিগ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রাম। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে হঠাৎ প্রবল বেগে ঝড় বইতে থাকে। কয়েক ফোঁটা হয়েই, শুরু হয় ঝড়। বুঁদিগ্রাম পঞ্চায়েতের বুঁদিগ্রাম ও তা সংলগ্ন আশে পাশের গাঙেড্ডা, খামেড্ডার উচকা পাড়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক গুলো বাড়ির টিনের চাল উড়ে যায়। ভেঙে পড়ে বড় বড় গাছ, ইলেকট্রিক পোল। এক কথায় এলাকা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

জানা গেছে, খামেড্ডা গ্রামের বাসিন্দা উজফার আলির বাড়ি লাগোয়া ইলেকট্রিক পোল বাড়ির চালার উপর পড়ে যায়। ওই গ্রামের আব্দুল সেলিমের টিনের চাল উড়ে যায়। বুঁদিগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মুনখুশি মালের স্বামী প্রভাত মাল জানান, দুমিনিটের ঝড়ে পঞ্চায়েতের তিনটি গ্রামের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিডিও সাহেবকে মেলে সব তথ্য এই মাত্র পাঠালাম। রামপুরহাট-২ ব্লকের বিডিও সমর দত্ত বলেন, গোটা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে নিয়ম মাফিক ব্যবস্থা নেব।।

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে আইএনপিটি দলের প্রতিনিধিরা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

মেয়েদের নিয়ে শুরু হচ্ছে রোবটিক্স প্রোগ্রাম

তথ্য প্রযুক্তিতে সারা বিশ্বে নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে টেকসই লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের জন্য দেশে ১০ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি টেক লিডারশীপ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাডভান্স রবোটিক্স এবং ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্প।

আগামী ১২ মে রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর রোডের ইএমকে সেন্টার এবং ই এমকে মেকারল্যাবের সহযোগিতায় তারা এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বল শুরু করতে যাচ্ছে। প্রথমদিকে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করেন কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবেইমাত্র কয়েক দিনে রেজিস্ট্রেশন করে ১৮০ জন তরুণী।

সেখানে দেশের বিভিন্ন সরকারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি নামকরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধাবী ছাত্রীরাও নিবন্ধন করেছে অংশগ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু সীমিত আসনের কারণেই বাছাই পর্বের মাধ্যমে ৭০ জনকে নির্বাচন করা হবে।

এই অংশগ্রহণকারী তরুণীদের নিয়ে সংগঠন দুইটি ফিমেল রোবটেক লিডারশীপ নামক একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এই সেমিনারের পরে কিছু নির্বাচিত সদস্যকে বিনামূল্যে বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের দক্ষ গবেষক, প্রশিক্ষক এবং মেন্টর দ্বারা রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স প্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স করার সুযোগ করে দেবেন।

এছাড়া ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের উদ্যোগে রোবোটিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তির নানান খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ পাবেন এবং সদস্যরা বিনামূল্যে ক্যাম্পাস টেক অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংসদ সদস্য হোসনে আরা বাবলী, ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যকলাপ প্রকল্পের পার্টি প্রধান বিদ্যুৎ মহলদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লাফিফা জামালসহ সরকারি এবসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারা। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জিমি মজুমদার এবন ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারীবাংলাদেশী প্রথম তরুণ আবদুল্লাহ হিল কাফি, অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের মহাকাশ ও রোবটিক্স বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রথম তরুণী রায়হানা শামস ইসলাম অন্তরা, ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভান্স রোবটিক্সে সিকিউরিটি সিস্টেম বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে লাইভে যুক্ত হবেন অথবা বার্তা দিবেন প্রধান উপদেষ্টা ফারহান ফেরদৌস (জাপান), তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস রায় (জাপান) এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা তাহসিন সামিরা দেলোয়াড়সহ বিভিন্ন সেক্টরে স্বনামধন্য গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্যোগতারা। এই উদ্যোগের ব্যাপারে জিমি মজুমদার বলেন, আগামীদিনের পৃথিবী রোবটিকস এবং কৃত্তিম বুদ্দিমত্তা নির্ভর।

তাই নারী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোন দেশ এই গ্লোবাল চ্যালেঞ্জে নিজের অস্তিত্ব সমানভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রযুক্তিতে নারীরা সর্বদাই পিছিয়ে আছে তাই আমরাই প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের জন্য মেয়েদের নিয়ে রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে এই নূতনধর্মীয় যুগপযোগী এইলিডারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছি।

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৬৪ জন মেয়েকে আমরা দক্ষ টেক লিডার হিসাবে গড়ে তুলতে চাই যারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় শতশত টেক মেম্বারকে প্রশিক্ষিত করবে এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে। ভবিষ্যতে এই টেক লিডার এবং টেক মেম্বাররাই অ্যাডভান্স তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে এবং নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে নিয়ে আসবে বলে তারা আশাবাদী।

এই ধরনের প্রোগ্রাম তারা সারা বিশ্বে চালু করতে চায় এবং জাতিসংঘের টেঁকসই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন তারা। বিশ্বের কিছু উন্নত দেশে কারখানার পর ফসল তোলার কাজেও রোবট ব্যবহারের উদ্যোগ চলছে। কিন্তু এখনও এ কাজে মানুষের দক্ষতা বেশি। জার্মানির মিউনিখ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রে এক রোবটকে দিয়ে ক্যাপসিকাম ফসল তোলানো হচ্ছে।

এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হল, ফসল অক্ষত রাখা। গবেষক টোবিয়াস ব্যার্নিঙার বলেন, 'এখানে আমাদের রোবটের সামনে হাত রয়েছে আর ওপরে এক ভিশন সিস্টেম রয়েছে। সেই চোখ ক্যাপসিকাম শনাক্ত করে।

তার ভিত্তিতে সিস্টেম রোবটের নড়াচড়া স্থির করে দেয়। তারপর রেবাট গাছের কাছে গিয়ে ক্যাপসিকাম তুলে নেয়।' কিন্তু এই সফল তোলা রোবট কি সত্যি মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিততে পারে? কমপক্ষে আদর্শ পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব হতে পারে। টোবিয়াস ব্যার্নিঙার বলেন, 'ল্যাবের পরিবেশ সত্যি খুব ভালো।

এখানে প্লাস্টিকের তৈরি ক্যাপসিকাম রয়েছে। তাদের সবার রং এক। কোনো পাতা তাদের ঢেকে রাখছে না। তাছাড়া সব ক্যাপসিকামের হুবহু একই বৃদ্ধির হার। বাস্তবে পরিস্থিতি এর ঠিক বিপরীত।

কাছের বৃন্তগুলো একইরকম মোটা হয় না। কখনও সেগুলো গাছের খুব কাছে, কখনওদুরে থাকে। রং ক্যাপসিকামের থেকে আলাদা। যথেষ্ট আলো থাকে না, প্রায়ই ঝাপসা ও অন্যরকম মনে হয়।"

গাছপালার এমন জটিল জগতে এখনও পর্যন্ত চোখে দেখে নির্ভরযোগ্যভাবে শনাক্ত করার কোনো সিস্টেম না থাকায় রোবটকে হাতে করে চালাতে হয়। কিন্তু ফসল তোলার এমন রোবটের প্রয়োজন কী? আসলে ফলস তোলার হাড়ভাঙা খাটুনির জন্য লোক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠছে। তাছাড়া ফসল তোর কিছু রোবট উৎপাদনের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। যেমন একটি রোবট সেন্সরের সাহায্যে মাটির অ্যাসপারাগাস শনাক্ত করে তুলে নিতে পারে। ৭৫ জনের কাজ সে একাই করে ফেলতে পারে। নেদারল্যান্ডের এক কোম্পানি আগামী বছরই এ রোবট বাজারে আনতে চলেছে। মিউনিখ গবেষকরা এখনও এতটা অগ্রগতি হতে পারেননি। অর্থাৎ অর্থনৈতিকভবে সফল হতে রোবটের অনেক দেরি আছে। এছাড়া এখনও ফসলের ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে না।

রোবট ও মানুষের তোলা ফসলের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট তফাৎ কী? বিশেষজ্ঞ হিসেবে উলরিশ কাল্টেনস্টাডলার বলেন, 'দেখা যায়, হাতে তোলা ফসলে বৃন্ত অক্ষত রয়েছে।

কিন্তু রোবটের তোলা বৃন্তে ছত্রাকের স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ছাঁটার রকমফেরের কারণে এমনটা ঘটছে। ছুরি হাতে কাটলে এবং রোবটের কাঁচি দিয়ে কাটলে এ তফাৎ দেখাযায়। বৃন্ত চেপটে গেলে ছত্রাক গজিয়ে ওঠে।'শাক সবজি উৎপাদনের সময় ছত্রাকের উৎপাত মেনে নেয়া যায় না।

৯০ সেকেন্ডে শনাক্ত হবে ত্বকের ক্যান্সার

নতুন এক পরীক্ষার মাধ্যমে মাত্র ৯০ কেকেন্ডেই জানা যাবে কারো ত্বকে ক্যান্সার আছে কিনা। অস্ট্রেলিয়ার জার্নাল অব দ্য ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে প্রকাশিত এক গবেষণায় এ তথয জানানো হয়েছে।

নতুন এ পরীক্ষায় অস্ট্রেলিয়ার গবেষকরা জানান, কোনো ব্যক্তির ত্বকে মেলানোমা অর্থাৎ মেলানিন নামে যে পদার্থ আছে, তার কোষে কোনো ধরনের টিউমার তৈরি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে কিনা, তা মাত্র ৯০ সেকেন্ডের পরীক্ষায় বলে দিতে পারবে। কারণ এ টিউমারই পরবর্তী সময়ে ত্বকে ক্যান্সার তৈরি করে।

কোনো ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, ত্বকে আঁচিল, তিল বা আঘাতের চিহ্ন, চুলের রঙ এবং সানস্ক্রিন ব্যবহারসংক্রান্ত কিছু সাধারণ প্রশ্ন থাকে এ টেস্টে।

অস্ট্রেলিয়ায় সবচেয়ে বেশি হওয়া ক্যান্সারের মধ্যে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে মেলানোমা নামক ক্যান্সার। দেশটিতে প্রতিদিন অন্তত পাঁচজন মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারাযান। আর সারা বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় দুই লাখ নতুন মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং ৫০ হাজারের বেশি মানুষ মারা যান। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে এ ক্যান্সারে মানুষ বেশি আক্রান্ত হন। যুক্তরাষ্ট্রে ১ শতাংশ মানুষ জীবনে একবার এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

ত্বকের ক্যান্সার ঠিক কী কারণে হয়, সেটি নির্দিস্ট করে জানা যায় না। তবে সূর্যরশ্মি এবং বংশগত কারণকে এ জন্য দায়ী করা হয়। এছাড়া যাদের ত্বকে তিল বেশি তাদের আক্রান্ত হওয়া প্রবণতা বেশি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, নতুন এ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে টিউমার শনাক্ত করা গেলে ঝুঁকিতে থাকা মানুষের দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।

টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।

চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?

২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।

কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?

এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে। একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন , কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।

টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?

যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি 'নেচার কমিউনিকেশনে' প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম।

ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসেকরাকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।

গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে। গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।গবেষক দলের মাইক্রোচিপটির উন্নয়ন ঘটনোর জন্য আরও গবেষণা চালানো হচ্ছে।

মঙ্গলের জন্য পারমাণবিক চুল্লি

নতুন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টের বা পারমাণবিক চুল্লির পরীক্ষায় সফল হয়েছে নাসা। ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে এটি।

নাসার নেভাডা ন্যাশনাল সিকিউরিটি সাইটে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত পরীক্ষা চালানো হয়েছে কিলোপাওয়ার রিঅ্যাক্টের' নামের এই পারমাণবিক চুল্লির।

খবর ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিররের। প্রকল্পে কাজ করা জিম রয়টার বলেন, নিরাপদ কার্যকর এবং যথেষ্ট শক্তি হবে ভবিষ্যৎ রোবোটিকস এবং মানব অন্বেষণের মূল চাবি। আমি বিশ্বাস করি বিকাশ ঘটলে চন্দ্র ও মঙ্গলে শক্তি সরবাহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে কিলোপাওয়ার।

কিলোপাওয়ার হল হালকা একটি বিভাজন শক্তি ব্যবস্থা, যা ১০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। এই শক্তি দিয়ে মাঝারি ধরনের কয়েকটিবাড়িতে টানা ১০ বছর বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করাহয়।

চাঁদে সূর্য থেকে শক্তি উৎপাদন কঠিন হওয়ায় নাসার ধারণা চাঁদের জন্য আদর্শ হবে এই পারমাণবিক চুল্লি। কারণ এক চাঁদরাত পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান।

কিলোপাওয়ারের প্রধান প্রকৌশলী মার্ক গিবসন বলেন, 'কিলোপাওয়ার আমাদের আরওবেশি শক্তির মিশন পরিচালনা এবং চাঁদের অন্ধকার গর্তগুলোতে অনুসন্ধান চালানোর ক্ষমতা দিয়েছে। আমরা যখন চাঁদে বা অন্যান্য গ্রহে দীর্ঘদিন থাকার জন্য নভোচারী পাঠাব সেখানে নতুন শ্রেণীর শক্তি লাগবে যা আগে কখনও দরকার পড়েনি।'

নতুন পারমাণবিক চুল্লিটি পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এর মধ্যে একটি হল ব্যবস্থাটি বিভাজন শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে কিনা। আর ব্যবস্থাটি স্থির এবং পরিবেশের জন্য নিরাপদ কিনা। গিবসন বলেন, আমরা চুল্লিটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এবং পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে, ব্যবস্থাটি যেভাবে নকশা করা হয়েছে তেমনভাবেই কাজ করে। যে পরিবেশেই দেয়া হোক না কেন, চুল্লিটি ভালো কাজ করে।'

চুল্লিটি কখন মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে তা স্পষ্ট করেনি নাসা। মঙ্গল গ্রহের ভূমিকম্প মাপতে নতুন মিশন হাতে নিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। ভূমিকম্পের তথ্য থেকে গ্রহটির অভ্যন্তরে কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পেতে চলতি সপ্তাহে নতুন এ মিশনে নামছে ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থাটি। এ মিশনের অংশ হিসেবে ইনসাইট নামের একটি অনুসন্ধান যন্ত্র লাল গ্রহটিতে পাঠানো হচ্ছে। স্ট্যাটিক ল্যান্ডার যন্ত্রটি মঙ্গলে নামার পর সেখানকার মাটিতে সিসমোমিটার স্থাপন করবে।

শনিবার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সিসমোমিটারে যুক্তরাজ্যের তৈরি একটি সেন্সরও থাকছে। এই ভূমিকম্প মাপার যন্ত্রই মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মঙ্গলের ভূমিকম্প সম্পর্কে তথ্য দেবে।

পৃথিবীর সঙ্গে তুলনার পর মিলবে মঙ্গলের অভ্যন্তরীণ কাঠমোতে থাকা পাথরের স্তর সংক্রান্ত তথ্যও। ইনসাইট মিশনের প্রধান গবেষক ড. ব্রুস বেনার্ডট বলেন, যখন সিসমিক তরঙ্গ মঙ্গলের চারপাশে প্রবাহিত হবে, তখন যন্ত্রটি বিভিন্ন স্তরের পাথরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরঙ্গগুলোর তথ্য জোগাড় করতে পারবে।

সিসমোগ্রামে এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার পরই বিজ্ঞানীরা সেখানকার পাথরের গঠন জানতে পারবেন। বিভিন্ন মার্স কোয়ার থেকে যখন আমরা নানান তথ্য পাব, সব মিলিয়ে আমরা মঙ্গলের অভ্যন্তরে ত্রিমাত্রিক চিত্রটি নির্মাণ করতে পারব।'

ক্যালিফোর্নিয়ার ভেন্ডেনবার্গ, বিমান ঘাটি থেকে অ্যাটলাস রকেটের সাহায্যে ইনসাইডের এ 'ল্যান্ডারটি' পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিবিসি। শনিবার স্থানীয় সময় ভোর ৪ টা ৫ মিনিটে অ্যাটলাসের যাত্রা শুরু্র কথা রয়েছে। যদিও কুয়াশার কারণে তা বিলম্বিতও হতে পারে। গত শতকের ৭০-এর দশকেও নাসা বেশ কয়েকটি ভাইকিং ল্যান্ডারের মঙ্গলে সিসমোমিটা পাঠিয়েছিল। যদিও গঠনেরকারণে সেগুলো তেমন সফলতা আনতে পারেনি।

ইনসাইটের এবারের ল্যান্ডারটি তিন মাত্রার নিচের ভূমিকম্পও শনাক্ত করে তথ্য পাঠাতে পারবে।এই যন্ত্র বছরে ঠিক কতগুলো কম্পন শনাক্ত করতে পারবে, তা জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাদের আশা ল্যান্ডারটি থেকে অন্তত কয়েক ডজন ভূমিকম্পের তথ্য পাওয়া যাবে।

গোলাপের সুগন্ধের জিনগত রহস্য উন্মোচন

প্রথমবারের মতো গোলাপের জিনগত কাঠামো উন্মোচন করলেন বিজ্ঞানীরা। এই রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু পেয়েছেন, যা বিস্ময় তৈরি করেছে।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল এই গবেষণা করেছে। ওই বিজ্ঞানীরা জানান, আগামীতে নতুন রং এবং গন্ধসমৃদ্ধ গোলাপ তৈরি করা যাবে ফ্রান্সের লিও শহরে এই গবেষণা প্রকল্পটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মোহাম্মেদ বেনদাহমানে।

মোহামেদ বেনদাহমানে জানান, আট বছর ধরে গবেষণার পর তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন কোন জিন গোলাপের গন্ধ তৈরি করে। আর কোন জিন রং তৈরি করে। এছাড়া কোন জিনটি ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ায়।

এই গবেষণায় ছিলেন ফ্রান্স , জার্মানি, চীন এবং ব্রিটেনের ৪০ বিজ্ঞানী তাদের এই গবেষণা এথেকে এখন জানা যাবে কেন গোলাপের রং এবং গন্ধ এত ভিন্ন ভিন্ন হয়। গোলাপ চাষীরা এখন আরও সুন্দর ণং এবং মিষ্টি গন্ধের নতুন জাতের গোলাপ চাষ করতে পারবেন।

যে গোলাপগুলোতে পোকা লাগবে এবং ফুলদানিতে আরও বেশিদিন তাজা থাকবে। উল্লেখ্য, হাজার

হাজার বছর আগে সম্ভবত চীনে প্রথম গোলাপের চাষ শুরু হয়। সুগন্ধি তৈরির জন্য রোমান সাম্রাজ্যের

সময় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক গোলাপ চাষ করা হতো।এছাড়া বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানে গোলাপের পাপড়ি ছিটানোর চলছিল ওই সময়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে গোলাপ রাজসিংহাসন দখলের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

জাপান ভ্রমণের গাইড রোবট

জাপান ভ্রমণে পর্যটকদের সহায়তা করছে শার্পের 'রোবোহন' রোবট। মানুষের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন চালাতে পারে ছোট এই রোবটটি। আপাতত শুধু জাপানের বাজারেই রোবটটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শার্প।

এবারদেশটিতে পর্যটকদের কাছেও ভাড়াদেয়া হচ্ছে রোবটটি। গ্রাহকের সেলফোনের সম্ভাব্য বদলি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে 'রোবোহন।'

অ্যামাজনের অ্যালেক্স, অ্যাপলের সিরি যেখানে গ্রাহককে আবহাওয়ার তথ্য এবং অন্যান্য খবর জানায় সেখানে রোবোহন গ্রাহকের সঙ্গী হিসেবে কাজ করে। জিপিএস দিয়ে গ্রাহকের ভ্রমণ পর্যবেক্ষণ করে রোবোহন। গ্রাহক কোথায় আছেন তার ওপর ভিত্তি করে তিনি কী করবেন তার পরামর্শ দিয়ে থাকে রোবটটি।

সম্প্রতি জাপানের টোকিও ভ্রমণের সময় রোবটটি এক সপ্তাহ ব্যবহার করেছেন সিএনবিসির এক প্রতিবেদক।

হানেদা এয়ারপোর্টে বাড়ায় পাওয়া যাচ্ছে রোবোহন। রোবটটির প্রতিদিনের ভাড়া বলা হয়েছে ১২ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য ভাড়া নিলে কিছু ছাড় দেয়া হবে।

সিএনবিসির প্রতিবেদক যখন রপ্পোংগি এলাকার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রোবটটি তাকে কাছেই মামান স্পাইডার স্কাল্পচারের শৈল্পিক ছবি' তোলার পরামর্শ দেয়, আবার টোকিও স্টেশন দিয়ে যাওয়ার সময় রেলওয় স্টেশনটির সাম্প্রতিক সংস্কার নিয়ে কথা বলা শুরু করে রোবোহন। গ্রাহক একা থাকলে সহায়ক এই সঙ্গী রোবটটি তার জন্য ছবি তুলে দেবে এবং কমান্ড শুনে নাচতে পারে বলেও জানানো হয়েছে ।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। যেকথাটি সত্যি বলে মেনে নেবে মোবাইলের লাই ডিটেক্টর, তার পাশে সবুজ টিক চিহ্ন দেখা দেবে আর মিথ্যে বলে মনে হলে তার পাশে লাল কাটা দাগ দেবে। পরস্পরবিরোধী তিনটি ভিন্নধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে ওই অ্যাপের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোনের জন্য ডিজাইন করা অ্যাপটি নিয়ে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

বারাকপুরের হারানো জমি ফিরে পেতে ড্যামেজ কন্টোল কমিটি তৃণমূলের

বারাকপুর, ২৮ মে (হি.স.) : বারাকপুরে নিজেদের হারানো জমি ফিরে পেতে তৎপর হল তৃণমূল।মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে দলের কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি বৈঠক ছিল। ওই বৈঠকেই বারাকপুরের জন্য একটি ড্যামেজ কন্টোল কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ওই কমিটিতে রয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বিধায়ক নির্মল ঘোষ, পার্থ ভৌমিক, তাপস রায়, রথীন ঘোষ, ব্রাত্য বসু, পূর্ণেন্দু বসু, সুজিত বসু ও মদন মিত্র।

লোকসভা নির্বাচনে বারাকপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের বড়সড় বিপর্যয় তো আগেই হয়েছিল। এবার ওই লোকসভার চারটি পুরসভাও তৃণমূল কংগ্রেসের হাতছাড়া হতে চলেছে।

এদিনের বৈঠকের শেষে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানান, বুধবার ওই কমিটি বৈঠক করবে। তার পর বারাকপুরের পরিস্থিতি সামলাতে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে ওই কমিটি। একই সঙ্গে ওই কমিটির কাজ দলের আক্রান্ত কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো। প্রয়োজনে তাঁদের ঘরে ফেরানোর প্রক্রিয়াতেও কাজ করবে ওই কমিটি।

তৃণমূলের একটি সূত্রে খবর, বৈঠকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সকলকে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন। সব দলীয় কার্যালয় নিয়মিত সকাল-বিকেল খুলে বসতেও নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও পরে সাংবাদিকদের সামনে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তৃণমূলের জন্য ক্রাইসিস পিরিয়ড বলে মানতে রাজি হলেন না তৃণমূল বিধায়ক তথা মন্ত্রী তাপস রায়। তাঁর দাবি, এর থেকে আরও অনেক বড় সংকট বাম আমলে তৃণমূল কংগ্রেস সামলেছে।

একই সঙ্গে ঘরছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের ঘরে ফেরানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। একই সঙ্গে কোথাও কোনও ভুল হয়ে থাকলে দলের তরফে সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া হবে।

এদিকে শনিবার ভাটপাড়ায় মিছিলের কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূলের। সেই মিছিলে ববি হাকিম-সহ শীর্ষস্তরের একাধিক তৃণমূল নেতা উপস্থিত থাকবেন।

ভরাডুবি হলেও রাহুলের পাশে শশী, শীলা

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.) লোকসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবি হলে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে রাহুল গান্ধীর প্রতি আস্থাশীল শশী থারুর। পাশাপাশি ইস্তফার ইচ্ছে প্রকাশ থেকে রাহুল গান্ধীকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন শীলা দীক্ষিত। মঙ্গলবার শশী থারুর বলেন, নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য শোকপ্রকাশ করার সময় কংগ্রেসের কাছে নেই। এখন বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনগুলির দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। পাশাপাশি তিনি দাবি করেছেন নির্বাচনে হেরে যাওয়া মানে কংগ্রেস শেষ হয়ে যাবে না। হতাশাজনক পরিস্থিতির থেকে কংগ্রেসকে বের করতে পারেন একমাত্র রাহুল গান্ধীই। দলকে আরও অনেক কিছু দেওয়ার রয়েছে রাহুল গান্ধীর। কংগ্রেসের এই পরাজয়ের দায় শুধুমাত্র রাহুল গান্ধীর একার নয়। এর দায় নিতে হবে দলের প্রত্যেকের।

এদিন শীলা দীক্ষিত বলেন, লোকসভা নির্বাচনে হেরে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এমন পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধীর পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। গতবারের তুলনায় কিছুটা আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন শীলা দীক্ষিত। দিল্লিতে পাঁচটি আসনে দ্বিতীয় স্থানে থাকার জন্য এদিন উৎফুল্ল ছিলেন তিনি।

মারাঠি ভাষায় শপথ নেবেন শিবসেনার সাংসদরা

থানে, ২৮ মে (হি.স.) : শিব সেনার নব নির্বাচিত সংসদের বিধায়করা সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে মারাঠি ভাষায় শপথ নেবেন। শিব সেনার এক নেতা মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছেন।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ৩০ মে প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সেই অনুষ্ঠানে শিব সেনার নব নির্বাচিত সংসদরা মারাঠি ভাষায় শপথ নেবেন বলে জানিয়েছেন শিব সেনার এক নেতা। মহারাষ্ট্রে ৪৮টি আসনের মধ্যে উদ্ধভ ঠাকরে নেতৃত্বাধীন শিব সেনা ১৮টি আসনে জয়ী হয়। অন্যদিকে, বিজেপি সেখানে ২৩টি আসনে জয়ী হয়েছে।

কল্যাণের সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডে সোমবার রাতে বলেন,সাংসদ-দের নিজস্ব পছন্দ রয়েছে যে তাঁরা কোন ভাষায় শপথ নেবেন। আমরা মারাঠি ভাষা ও আমাদের মাটির জন্য গর্বিত। শিবসেনা মারাঠিদের রক্ষা ও প্রচার করার জন্য জন্মেছে।সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম অধিবেশন বসবে ৬ই জুন। অধিবেশনটি চলবে ১৫ জুন পর্যন্ত।

তৃণমূল কর্মীকে মারধোরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

ক্যানিং, ২৮মে (হি. স.) : এক তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধোরের অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং বাজার এলাকায়। আক্রন্ত তৃণমূল কর্মীর নাম সুনীল হালদার। তিনি ক্যানিং ২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা ললিতা হালদারের স্বামী। এই ঘটনায় বিজেপি কর্মী মন্টু মল্লিক ও তার অনুগামীদের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সুনীল বাবু। এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং বাজারে ডাক্তারখানায় চিকিৎসার জন্য আসেন জীবনতলা থানার কুঁড়েভাঙা গ্রামের বাসিন্দা সুনীল হালদার। অভিযোগ ক্যানিং বাজারে তাকে দেখতে পেয়ে আচমকা বিজেপি কর্মী মন্টু মল্লিক তার উপর চড়াও হয়। ইট, লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর জখম হলে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় মানুষজন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। যদিও তৃণমূল কর্মী সুনীল হালদারের উপর অভিযোগের কথা অস্বীকার করেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিজেপি নেতৃত্ব। দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পূর্ব) জেলার সভাপতি সুনিপ দাস বলেন, " এটা তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের ফল। যার বিরুদ্ধে মারধোরের অভিযোগ তোলা হয়েছে সেই বিজেপি কর্মী দীর্ঘ দুবছর ধরে তৃণমূলের অত্যাচারে ঘরছাড়া। বিজেপিকে বদনাম করতেই এই অভিযোগ করছে তৃণমূল কংগ্রেস"।

দল বদলের হাওয়ায় জীবন জীবিকার রাজনীতিতেই বিশ্বাস বামেদের

কলকাতা, ২৮ মে (হি .স.): শাসক দলের মত বিজেপিও প্রতিযোগিতার রাজনীতিতে মেতেছে। এমনটাই মনে করেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। একের পর এক নেতা যেমন ২০১১-২০১৬ সালে তৃণমূলে যোগদান করেছিল ঠিক তেমনই এখন একে একে সবাই গেরুয়া শিবিরে যোগদান করছে। মেতে উঠেছে সবাই দল বদলের খেলায়। যারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছে তাঁদের আদতেই বিশ্বাস ঘাতক বলে মনে করেন সুজন বাবু। মঙ্গলবার বিজেপির সদর দফতরে হেমতাবাদের সিপিএম বিধায়ক দেবেন্দ্র রায় ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান প্রসঙ্গে

ছয়ের পাতায়

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে নিহত ব্যক্তির পরিবারের সাথে মঙ্গলবার দেখা করেন প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

উত্তপ্ত শিল্পশহর, দফায় দফায় ক্লাব- পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দুর্গাপুর, ২৮ মে(হি.স.): নির্বাচন পরবর্তি হিংসার আগুনে আবারও উত্তপ্ত শিল্পশহর। দফায় দফায় ক্লাব, পার্টি অফিস ভাঙচুর। চলল গুলি বোমাবাজি।

বিজেপিকর্মীদের বাড়ীতে তান্ডব, মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। সোমবার রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের ট্রাঙ্করোড এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদের থানা ঘেরাও করল বিজেপি। আবারও অশান্তির নেতৃত্বের অভিযোগ উঠল সেই জিতেন্দ্র তেওয়ারীর দিকে।

ঘটনার শুরু দুর্গাপুরের ৮ নং ওয়ার্ডের হোস্টেল অ্যাভিনিউর তৃণমূলের একটি দলীয় কার্যালয় ভাঙাকে কেন্দ্র করে। ওই এলাকায় বিজেপির একটি বিজয়মিছিল যাওয়ার সময় কয়েকজন বিজেপি কর্মী, ওই কার্যালয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ভাঙ্গা হয় টিভি , আসবাবপত্র , ছিঁড়ে ফেলা হয় বহু নথি। আর তারপরই উত্তপ্ত হতে থাকে পরিস্থিতি। ঘটনার খবর পেয়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি আশীষ বিলালের নেতৃত্বে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পৌঁছায় বেশ কিছু তৃণমূল পুরপিতা সহ দলীয় কর্মীরা, বাড়তে থাকে উত্তেজনা। খবর পেয়ে হোস্টেল অ্যাভিনিউর দলীয় কার্যালয়ে সটান পৌঁছান সদ্য নিযুক্ত তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি জিতেন্দ্র তেওয়ারী। সেখানে পৌঁছায়ে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে উপস্থিত এসিপি ও দুর্গাপুর থানার ওসি গৌতম তালুকদারকে শাসাতে থাকেন। দুই পুলিশ আধিকারিককে হুমকির সুরে বলেন,' অবিলম্বে ব্যাবস্থা গ্রহন করতে হবে নচেৎ বিজেপির কার্যালয় ভেঙ্গে দেওয়া হবে।' তর কয়েক মুহুর্তে প্রায় শখানেক বাইক বাহিনী এলাকা জুড়ে তান্ডব শুরু করে। ভেঙ্গে দেয় একটি ক্লাব সহ বিজেপির দলীয় কার্যালয়। ভাঙ্গচুর করা হয় কয়েকটি মোটরবাইকেও। পুলিশ তখন কার্যত নীরব দর্শক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডিসি (পুর্ব) অভিষেক মোদী। পৌঁছায় কমব্যাট ফোর্স সহ কুইক রেস্পন্স টিম।

অন্যদিকে মঙ্গলবার ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয় বিজেপি। স্থানীয় এ — জোন ফাঁড়ি ঘেরাও করে। জিতেন্দ্র তেওয়ারী ও তার অনুগামীদের বিরূদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি। সভাপতি লক্ষন ঘোড়ুই জানান,' গত পুরভোট ও পঞ্চায়েত ভোটে জিতেন্দ্র তেওয়ারীর নেতৃত্বে অশান্ত হয়েছিল শান্ত শিল্পশহর। পরাজয়ের পর তিনি তৃণমূলের জেলা সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন। তারপরই দুর্গাপুরে ঢুকে বহিরাগত দুস্কৃতী নিয়ে তান্ডব শুরু করে। চলে বোমাবাজি ও গুলি। গোটা শহর কার্যত অশান্ত করে। আতঙ্কে শহরবাসী। পুলিশকে আগামী ২ জুন পর্যন্ত সময় দিয়েছি। দোষীদের গ্রেপ্তার না করা তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।' এহেন ঘটনায় ফের একবার প্রশ্নের মুখে আসানসোলের মেয়র তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারী। ঠিক এভাবেই ২০১৭র পৌর নির্বাচনে তাঁর বিরূদ্ধে বহিরাগত এনে ভোট লুটের অভিযোগ এনেছিল বিরোধীরা। বিজেপির জেলা সভাপতির ওপর হামলার ঘটনায় আদালত মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়।

বিরোধীদের পাশাপাশি আড়ালে সমালোচনা শুরু করেছেন তৃণমূলের একাংশ। যদিও তৃণমূলের জেলা কার্যকরী সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় জানান,' ওই এলাকায় বিজেপির কোন দলীয় কার্যালয়ই নেই। তাই ভাঙ্গার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং বিজেপির কর্মীরাই মদ্যপ অবস্থায় সন্ধ্যের পর থেকে শহরে তান্ডব শুরু করছে।' ঘটনাকে ঘিরে পুলিশ কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছে।

বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করছে বিজেপি, দাবি রাহুল সিনহার

কলকাতা, ২৮ মে (হি. স.): আগামী ছ'মাস থেকে এক বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের সরকার পড়ে যাবে। এই লক্ষ্য নিয়ে বিজেপি বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করছে। মঙ্গলবার কলকাতায় এই মন্তব্য করেন দলের অন্যতম কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা। তিনি বলেন, "তৃণমূল এখন গৃহযুদ্ধের মুখে। ওদের ধ্বংস অনিবার্য।"

হাঘরের মত সারদা-নারদের টাকা খেয়েছে ওরাএই অভিযোগ করে এ দিন রাহুলবাবু বলেন, "এই সরল সত্যটা বুঝেই ওদের দলনেত্রী তাঁর পদত্যাগ নিয়ে হাস্যকর নাটক করলেন। এটা সকলেই বুঝতে পারছেন। কাল ওঁকে হঠতে হবে। মানুষ ওঁর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইছে।' রাজ্য সরকারের পুলিশ-প্রশাসনের যে সব আমলা শাসকদের কথায় ওঠাবসা করছেন, তাঁদের নাম-তালিকা তৈরি হচ্ছে বলে হুঁশিয়ারি দেন রাহুলবাবু। তিনি বলেন, "অবিলম্বে ওঁরা নিজেদের সংশোধন না করলে ভবিষ্যতে সঙ্কটে পড়বেন। যাঁরা টিএমসি-র উস্কানিতে কাজ করছেন, তাঁরা তাঁদের রক্ষাকর্তার ভবিষ্যৎ কী হতে পারে, তা মাথায় রাখবেন।'

রাহুলবাবু এ দিন বলেন, গত লোকসভা নির্বাচনে আমার কেন্দ্রে অনেক বুথে প্রচুর অনিয়ম হয়েছে। এন্টালিতে এ রকম তিনটি বুথের অনিয়মের অভিযোগ এনে পুনর্নির্বাচনের জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেছিলাম। কমিশন আমাদের দাবি মানেনি। কারণ, সিসিটিভি-তে অনিয়ম প্রমাণ করা যায়নি। সিসিটিভিগুলোর মুখ নিবদ্ধ ছিল মেঝের দিকে। এর জন্য আমরা কমিশনকে দোষী বলতে পারি না। কিন্তু ওই তিন বুথের পোলিং ও প্রিজাইডিং অফিসারদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি। মামলার পিছনে ওদের এমন ছোটাবো যে সেটা দেখে বা শুনে ভবিষ্যতে এ রকম করতে যাথে কেউ সাহস না পায়, তার জ্বলন্ত নজীর তৈরি করব। আমরা চাই ভয়মুক্ত নির্বাচন। তাতে যা ফল হবে, আমরা মাথা পেতে নেব।

এই সঙ্গে রাহুলবাবু বলেন, "আমাকে উত্তর কলকাতায় হারানোর ব্যাপারে চরম সক্রিয় ছিল সমাজবিরোধী ও অসাধু প্রমোটররা। টিএমসি ওদের প্রাণভোমরা। সব মাস্তান তাই আমাকে হারাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আপনাদের মাধ্যমে মাস্তানদের সংযত হওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছি। নইলে এমন সময় আসবে যে ওদের চামড়া শুকিয়ে ডুগডুগি বাজাব। পরিত্রাণের রাস্তা পাবে না ওরা।'

জেলা যুব সভাপতির পদ থেকে সরাতেই "রমা" থেকে "রাম" হলেন কৃষি কর্মাধ্যক্ষ

মেদিনীপুর, ২৮ মে (হি. স.) : ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকেই তার সক্রিয় ভূমিকার কথা মাথায় রেখে তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি করা হয়েছিল রমাপ্রসাদ গিরিকে। ছাত্র যুবদের নিয়ে সক্রিয় সংগঠন ছিল তার। এর মাঝেই কয়েকবার বিধানসভার টিকিটের জন্য নেত্রীর কাছে বায়না করেছিলেন, মেলেনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবশেষে টিকিট পেয়ে জয়লাভ করে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই তার ভূমিকা নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছিল।

তাই লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল খারাপ হতেই রমাপ্রসাদ গিরিকে জেলা যুব সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই স্থানে উঠে আসে প্রসেনজিত চক্রবর্তী নামে এক বসে থাকা যুব কর্মী। গত ৫ দিন আগে তৃণমূল ভবন এর নেওয়া সিদ্ধান্তের পরে রমাপ্রসাদ গিরি কে আর দেখা যায়নি। তারপর থেকেই জল্পনা

ছয়ের পাতায়

পুনরুদ্ধারে নেমে শুভেন্দুর টনিক, রাতারাতি ফিরল তৃণমূলের কার্যালয়

কেশপুর, ২৮ মে (হি. স.) : ২৩ শে মে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হতেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির উত্থান স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিজেপি আসছে দেখেই অতিউৎসাহী বেশ কিছু রাজনৈতিক কর্মীরা বিজেপির নির্দেশ পাওয়ার আগেই তৃণমূলের কার্যালয় গুলিকে বিজেপিতে পরিণত করেছিল। তৃণমূলের হেরে যাওয়া মেদিনীপুর লোকসভার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লক গুলির সঙ্গে তৃণমূলের জয়ী ঘাটাল লোকসভাতেও একই চিত্র ধরা পড়েছিল। আর তো আর, খোদ কেশপুর, যেখানে তৃণমূলের দেব ৯২ হাজারেরও বেশি লিড পেয়েছে সেখানেও একই ভাবে তৃণমূলের কার্যালয় বিজেপিতে করার প্রচেষ্টা হয়েছে। খোদ দেবের গ্রামেই তৃণমূলের বড় একটি কার্যালয়ের দেওয়ালে তৃণমূলের চিহ্ন ব্যানার পতাকা মুছে সাদা চুন লেপে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় পুরনো সিপিএমের কর্মীরা এই কার্যালয় টিকে বিজেপির করার চেষ্টা করছিল। এই অবস্থায় মঙ্গলবার জেলায় পুনরুদ্ধার অভিযান শুরু করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

মঙ্গলবার জেলার মেদিনীপুর সদর ব্লক থেকে শুরু করে শালবনি চন্দ্রকোনা রোড কেশপুর চষে বেড়িয়ে ছিলেন। রাতে কেশপুর বাজারে দাঁড়িয়ে কর্মীদের কাছে তিনি বলেছিলেন-' এতদিন পুলিশ নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।এখন থেকে পুলিশ রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করবে। কাউকেই রেয়াত করা হবে না এই দখলের রাজনীতি করলে। কর্মীদের বলছি -যে ঠাকুর যে পুজোতে সন্তুষ্ট হয় তাকে সেই ভাবে জবাব দেবেন। যেখানে যা দখল হয়েছে দ্রুত সেই পুনরুদ্ধার করুন। আমরা আইন কাউকে হাতে তুলে নিতে দেব না। সন্ত্রাস করলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না।' এরপরে বুধবার সকাল থেকে পুনরুদ্ধার অভিযানে নামে দল। সকাল থেকেই কেশপুর ব্লকের ১৩ নম্বর অঞ্চলের ধলহারা, চকজ্যোতি, দিনারামচক, নারায়ন চক, ১০ নম্বর অঞ্চলের মহিষদা, ৮ নম্বর অঞ্চলের খড়িকা, বগাছড়ি, আমরাকুচি, ৯ নম্বর অঞ্চলের আনন্দপুর থানার অন্তর্গত গামারিয়া , নতুন বাজার এলাকায় সমস্ত বিজেপির পতাকা তুলে দেওয়া কার্যালয় গুলির পাতাকা পুনরায় নামিয়ে তৃণমূলের পতাকা তোলা হয়। মহিষদা দলীয় কার্যালয়ে সাদা চুন যেখানে লেপে দেওয়া হয়েছিল সেখানে পুনরায় তৃণমূলের সবকিছু এঁকে ও লিখে দেওয়া হয়। সমস্ত এলাকাতেই পুলিশের নজরদারিতে হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই কাজ করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি স্থানে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের সংঘর্ষ বেধেছে আংশিক। পরে সামাল দিয়েছে পুলিশ। শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ পেয়ে কর্মীরা জেলা জুড়ে একইভাবে দলীয় কার্যালয় উদ্ধার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

হরিয়ানায় ট্রাক ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ নিহত একই পরিবারের তিন সদস্যের

হিসার (হরিয়ানা), ২৮ মে (হি.স.) : বেপরোয়া গতির বলি একই পরিবারের তিন সদস্যের। মঙ্গলবার সকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি হরিয়ানার হিসারে ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিন সকালে হরিয়ানার হিসারে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি পণ্যবোঝাই ট্রাক সজোরে ধাক্কা মারে উল্টো দিক থেকে আসা গাড়িকে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। গাড়ি মধ্যে থাকা ছয়জনের মধ্যে তিনজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় ঘাতক ট্রাকটি। দুর্ঘটনা পর ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পুলিশের তরফে নিহতদের

ছয়ের পাতায়

ঈদের আগে মুসলিম কর্মচারিদের জন্য বোনাস ঘোষণা করল নবান্ন

কলকাতা, ২৮ মে (হি .স.): ঈদের আগে সুখবর মুসলিম কর্মচারিদের জন্য। ঈদের আগে ৪হাজার টাকা বোনাস পাবেন রাজ্য সরকারের মুসলিম কর্মচারিরা। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের মুসলিম কর্মচারিদের জন্য বোনাস ঘোষণা করল নবান্ন।

মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান ঈদের আগে রাজ্যের মুসলিম সরকারি কর্মচারিদের ৪ হাজার টাকা বোনাস দেওয়া হবে। এদিন বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতনের কর্মচারীরাই ৪ হাজার টাকা অতিরিক্ত পাবেন। প্রসঙ্গত, গতবছর থেকে চারশো টাকা বেড়ে চার হাজার টাকা বোনাস পাবেন সংখ্যালঘু কর্মচারিরা। কিন্তু তার বেশি মাইনের কর্মচারীরা অবশ্য বোনাসের সুবিধা পাবেননা। কিন্তু যে সকল সংখ্যালঘু কর্মচারিদের বেতন ৩০ থেকে ৩৬ হাজার টাকার মধ্যে তাঁরা ৮ হাজার টাকা অগ্রিম পাবেন।

প্রসঙ্গত, সোমবার আরও একবার ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ পেশে দীর্ঘসূত্রিতা ও বকেয়া মহার্ঘ ভাতার কারণে রাজ্য সরকারের উপরে ক্ষুব্ধ সরকারি কর্মচারিরা।

হাতির আতঙ্কে ঝাড়গ্রামবাসী

ঝাড়্গাম, ২৮ মে (হি. স.) : নিত্যদিন রাস্তার উপরে উঠে আসছে হাতি। যার ফলে আতঙ্কে রয়েছেন বাসিন্দা সহ পথ চলতি মানুষজনেরা।গাড়ীর হর্ণ কিংবা লাইট দেখলেই রাজ্য সড়কের উপরে উঠে তাড়া করছে মানুষকে। যার ফলে ব্যহত হচ্ছে যান চলাচল। সোমবার সন্ধ্যায় ঝাড়্গাম শহর থেকে মাত্র ছয় থেকে সাত কিলোমিটার দূরে শালবনী এলাকায় লোধাশুলি ঝাড়্গাম পাঁচ নম্বর রাজ্য সড়কের উপরে উঠে এসেছিল হাতি। যার ফলে যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। অবরোধের চেহারা নেয় লোধাশুলি ঝাড়্গাম পিচ রাস্তা। তবে বেশ কিছু সময় রাস্তায় থাকার পর আবার পুনরায় জঙ্গলে প্রবেশ করলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রায় দিন রাস্তার উপরে উঠে আসে হাতি যার ফলে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে হাতি গুলি রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলে যাওয়ার পর স্বাভাবিক হয়। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ শালবনী, শিরশি,বিকাশ ভারতী, ঘৃতখাম, বরিয়া, কলাবনী সহ বিভিন্ন এলাকার আম,কাঁঠাল, কাজুবাদামের ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি করছে। বনদফতরকে বারে বারে হাতি তাড়ানোর জন্য বললেও তারা এব্যাপারে কোনও রকমের কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ। যদিও বনদফতরের দাবি হাতি গুলিকে তাড়ানোর জন্য বারে বারে চেষ্টা করছে বন কর্মীরা। কিন্তু তাড়ানো হলেও তারা আবার ফিরে আসছে।

বনদফতর সূ ত্রে জানা গিয়েছে ঝাড়্গাম ব্লকের শালবনী, শিরশি এলাকায় তিনটি রেসিডেন্সিয়াল হাতি রয়েছে। অন্যদিকে জামবনী ব্লকের ফুলবেড়িয়া,বাঁকড়া, ডুমুরিয়া এলাকায় চার পাঁচটি দলমার দল রয়েছে। বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে গত নভেম্বর মাস থেকে জামবনী ব্লকের ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী জঙ্গলে বেশ কয়েকটি হাতি রয়েছে। তাদেকে বারে বারে ঝাড়খন্ডে তাড়ানো হলেও তারা আবার পুনরায় বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকায় ফিরে আসছে। জানা গিয়েছে ঝাড়খন্ডের জঙ্গলে সেভাবে পানীয় জল, খাবার পাচ্ছে না। যার ফলে হাতি গুলিকে তাড়ানো হলেও পুনরায় ফিরে আসছে। তবে হাতি গুলি সেভাবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি করেনি বলে দাবি বনদফতরের। এবিষয়ে ঝাড়্গাম বনবিভাগের ডিএফও বাসব রাজ হেলোচ্চি বলেন ' শালবনী, শিরশি এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে তিনটি রেসিডেন্সিয়াল হাতি রয়েছে। তারা রাস্তা পারপার করার সময় মাঝে মধ্যে পিচ রাস্তার উপরে উঠে আসে। সাধারণ মানুষজনের কাছে অনুরোধ হাতি দেখলে তাদেরকে উ বিরক্ত করবেন না। যে সব কৃষকদের ফসলের ক্ষয়ক্ষতি করছে তারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন।

নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে সৌরভ দাসকে সরানোর দাবিতে নিয়ে রাজ্যপালের কাছে যাবে কংগ্রেস

কলকাতা, ২৮ মে (হি.স) : সোমবার নতুন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদে বহাল হয়েছেন সৌরভ দাস উ কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের পদে সৌরভ দাসকে মানতে নারাজ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব উ তাই নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে সৌরভ দাসকে সরানোর দাবিতে খুব শিগ্রই রাজ্যপালের দ্বারস্থ হতে চলেছে প্রদেশ কংগ্রেস উ মঙ্গলবার এমনটাই জানানলেন কংগ্রেস অন্যতম নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য উ এদিন বিধানভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন তিনি উ

এদিন প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের হয়ে কাজ করেছেন সৌরভ দাস উ সেই সময় বিরোধীদের ভোট করতে দেননি তিনি, রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা আটকাতে পারেননি। তাই তাঁকে আমরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মেনে নেব না। তাই সৌরভ দাসকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে সরানোর জন্য, রাজ্যপাল ফিরলেই আমরা তাঁর কাছে যাব।"

অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের পদের জন্য, সৌরভ দাসের নাম প্রস্তাব করে রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য রাজভবনে পাঠিয়েছেন। রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি কলকাতায় ফিরলেই জারি হবে ওই বিজ্ঞপ্তি।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ১৯৮৬ ব্যাচের আইএএস সৌরভ দাস, পঞ্চায়েত দফতরে অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি (ওএসডি) পদে রয়েছেন। গত বছর ৩১ মার্চ অবসর নেন তিনি। সেই সময় পঞ্চায়েত সচিব পদে ছিলেন তিনি। পরে তাকে পঞ্চায়েত দফতরে ওএসডি হিসেবে এক্সটেনশন দেওয়া হয়। তারপরেই এবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের পদের জন্য তার নাম প্রস্তাব করেন মুখ্যমন্ত্রী ।

জুনের মধ্যেই উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রকিয়া শেষ করার কড়া নির্দেশ শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ২৮ মে (হি.স.): চাকরির দাবি নিয়ে টানা ২৯ দিন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সামনে অনশনে অনড় ছিলেন এসএসসি চাকরিপ্রার্থীরা। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে অনশন প্রত্যাহার করেছিলেন এসএসসি-এর চাকরিপ্রার্থীরা উ ভোট পেরিয়ে গেলে এসএসসি-এর চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের প্রকিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিলউকিন্তু এখনও তা না হওয়ায় আজ মঙ্গলবার বৈঠক করে জুনের মধ্যেই উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রকিয়া শেষ করার কড়া নির্দেশ দেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্রোপাধ্যায় উ

এদিন তিনি এসএসসির চেয়ারম্যানকে প্রশ্ন করেন 'শিক্ষক নিয়োগে কেন এত দেরি? উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে 'ঢিলেমি' কারণে এসএসসির চেয়ারম্যানকে ধমকও দেন শিক্ষামন্ত্রী । দ্রুত উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । তাই দ্রুততার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে এসএসসির চেয়ারম্যানকে ।

প্রসঙ্গত,গত ২৮-এ ফেব্রুয়ারি এসএসসির শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে কলকাতার প্রেস ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় অনশনে বসেছিলেন এসএসসির ৪৫০ চাকরিপ্রার্থী। শেষপর্যন্ত ২৯ দিনের মাথায় অনশন মঞ্চে পৌছান মুখ্যমন্ত্রীউ মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসে শেষ পর্যন্ত অনশন তুলেছিলেন তারা

বিদ্যাসাগরের মূর্তি তদন্ত ধামাচাপা দিতে কমিটি করল রাজ্য

কলকাতা, ২৮ মে (হি স)। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বের তদন্ত কমিটি মূল ঘটনা ধামাচাপা দিতে তৈরি সয়েছে বলে দাবি করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। মঙ্গলবার তিনি দাবি করেন, "হাইকোর্টের কোনও বর্তমান বিচারপতি অথবা বাইরের কোনও সংস্থাকে দিয়ে এই তদন্ত করানো হোক।

রাহুলবাবু এ দিন দলের রাজ্য কমিটির দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে আমাদের জাতীয় সভাপতি অমিত শাহর রোড শো-তে বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য পরিকল্পনা করে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে তার দায় আমাদের ওপর চাপিয়ে ভোটে তার ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমে সবাই বুঝতে পারে, বহিরাগতরা ভেতরে গিয়ে মূর্তি ভাঙেনি। যে কারণে সিসিটিভি খারাপের অজুহাত দেখিয়ে দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছে।

বিশেষ অভিযান চলাকালীন সরাইকেল্লায় আইইডি বিস্ফোরণ : ৮ জন কোবরা কমান্ডো-সহ আহত ১১ জন জওয়ান

রাঁচি, ২৮ মে (হি.স.): মাওবাদীদের উপদ্রব দিন দিন বেড়েই চলেছে ঝাড়খণ্ডে। বিশেষ অভিযান চলাকালীন ঝাড়খণ্ডের মাওবাদী অধ্যুষিত সরাইকেল্লায় ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হলেন ৮ জন কোবরা কমান্ডো-সহ মোট ১১ জন জওয়ান। কোবরা কমান্ডো এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশের বিশেষ অভিযান চলাকালীন মঙ্গলবার সকাল ৪.৫৩ মিনিট নাগাদ সরাইকেল্লার কুচাই এলাকায় আইইডি বিস্ফোরণ হয়। জোরালো বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছেন ৮ জন কোবরা কমান্ডো এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশের ৩ জন জওয়ান। আইইডি বিস্ফোরণের প্রায় ঘন্টা দু'য়েক পর ১১ জন জওয়ানকে আকাশপথে রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঝাড়খণ্ড পুলিশের পদস্থ এক কর্তা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোর থেকে বিশেষ অভিযান শুরু করেছিলেন কোবরা কমান্ডো এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশের জওয়ানরা। অভিযান চলাকালীন সকাল ৪.৫৩ মিনিট নাগাদ সরাইকেল্লার কুচাই এলাকায় আইইডি বিস্ফোরণ হয়। জোরালো বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছেন ৮ জন কোবরা কমান্ডো এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশের ৩ জন জওয়ান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত জওয়ানদের আকাশপথে রাঁচি নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার রাজধানীতে এক বাইক শোরুমের উদ্বোধন হয়। ছবি- নিজস্ব।

ঝাড়খণ্ডের সরাইকেল্লায় আইইডি বিস্ফোরণ মাওবাদী হামলায় ৮ জন কোবরা কমান্ডো-সহ আহত ১১ জন জওয়ান

রাঁচি, ২৮ মে (হি.স.): মাওবাদীদের উপদ্রব দিন দিন বেড়েই চলেছে ঝাড়খণ্ডে। বিশেষ অভিযান চলাকালীন ঝাড়খণ্ডের মাওবাদী অধ্যুষিত সরাইকেল্লায় ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হলেন ৮ জন কোবরা কমান্ডো-সহ মোট ১১ জন জওয়ান। ২০৯ কোবরা কমান্ডো এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশের বিশেষ অভিযান চলাকালীন মঙ্গলবার সকাল ৪.৫৩ মিনিট নাগাদ সরাইকেল্লার কুচাই এলাকায় আইইডি বিস্ফোরণ হয়। জোরালো বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছেন ৮ জন কোবরা কমান্ডো এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশের ৩ জন জওয়ান। আইইডি বিস্ফোরণের প্রায় ঘন্টা দু''য়েক পর ১১ জন জওয়ানকে আকাশপথে রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহত জওয়ানদের মধ্যে ৩ জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ঝাড়খণ্ড পুলিশের পদস্থ এক কর্তা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোর থেকে বিশেষ অভিযান শুরু করেছিলেন ২০৯ কোবরা কমান্ডো এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশের জওয়ানরা। অভিযান চলাকালীন সকাল ৪.৫৩ মিনিট নাগাদ সরাইকেল্লার কুচাই এলাকায় আইইডি বিস্ফোরণ হয়। জোরালো বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছেন ৮ জন কোবরা কমান্ডো এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশের ৩ জন জওয়ান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত জওয়ানদের আকাশপথে রাঁচি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আইইডি বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে ডিজিপি ডি কে পাণ্ডে জানিয়েছেন, ''নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্যই মাওবাদীরা আইইডি পুঁতে রেখেছিল। ওই এলাকা পরিষ্কার করার কাজ শুরু করেছে কোবরা, ঝাড়খন্ড জাগুয়ার এবং ঝাড়খন্ড পুলিশের যৌথ বাহিনী। আহত হয়েছেন ১১ জন জওয়ান, তাঁদের মধ্যে ৩ জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।

উত্তর প্রদেশে বারাবাঙ্কিতে বিষাক্ত মদ খেয়ে ৮ জনের মৃত্যু, জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তা-সহ বরখাস্ত ন'জন

বারাবাঙ্কি (উত্তর প্রদেশ), ২৮ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশে আবারও বিষমদ আতঙ্কঊ উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলার রামনগরে বিষাক্ত মদ খেয়ে অকালেই মৃত্যু হল ৮ জনেরঊ মৃত ৮ জনের মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে সোমবারই, এছাড়াও মঙ্গলবার আরও একজনের মৃত্যু হয়েছেঊ সবমিলিয়ে বারাবাঙ্কি জেলার রামনগরে বিষমদ খেয়ে এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ এছাড়াও আরও দু'জন অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীনঊ

এ ব্যাপারে মঙ্গলবার সকালে লেখপাল, সদর বাদেল জানিয়েছেন, 'আমার কাছে তথ্য এসেছে রামনগরে বিষাক্ত মদ খেয়ে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ মঙ্গলবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ৩ জনকে, তাঁদের মধ্যে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছেঊ বাকি দু'জন হাসপাতালে চিকিতাধীনঊ' পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সোমবার রাতে রানিগঞ্জ এবং সংলগ্ন গ্রামের মানুষজন বিষাক্ত মদ খানঊ মদ খাওয়ার পরই তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েনঊ তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে রামনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (সিএইচসি) ভর্তি করা হয়ঊ তাঁদের মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে

কৃষি কর্মাধ্যক্ষ

পাচের পাতার পর

শুরু হয় ।এরপর বুধবার দেখা যায় দিল্লিতে বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ভিড়ে রমাপ্রসাদ গিরি রয়েছেন। তিনি জানান """পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার অপমানে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ।জনগন বিজেপির সঙ্গে রয়েছে ,তাই আমিও বিজেপিতে।"""
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি বলেন-' এই ধরনের নেতাকর্মীদের যাওয়াতে আমাদের দলের কোন ক্ষতি হবে না। আমরা ঘোষণাই করে দিয়েছি কর্মীদের মধ্যে যদি কেউ যেতে চায় যেতে পারেন। যারা প্রকৃত কর্মী তারা আমাদের পুনরুদ্ধারে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুইয়ের পাতার পর

ডানা ছাঁটা হচ্ছে বলে খবর। কারও দফতর বদল হতে পারে আবার কারও মন্ত্রিত্বও যেতে পারে বলে আশঙ্কা।
এরই পাশাপাশি শিক্ষা দফতর থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। নবান্ন ও তৃণমূলের একাধিক সূত্রের দাবি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেব, কারা মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, শ্যামল সাঁতরার প্রমুখর ডানা ছাঁটা যেতে পারে। আবার জেলা সভাপতি পদে থাকার পাশাপাশি যাঁরা মন্ত্রিসভার সদস্য, তাঁদের ভার কিছুটা লাঘব করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিন সদস্যের

পাচের পাতার পর

পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। নিহতরা হলেন জাসকরণ (৪৬), তাঁর বছর ১১ কন্যাসন্তান গুরগগণদীপ কাউর, জাসকরণের ভাই গুরমুখ সিং (৪২)। জাসকরণের স্ত্রী হরবিন্দর কাউর, মেয়ে জয় কাউর, ছেলে জালদেব সিংকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন আহতদের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে পরিবারটি দিল্লি বিমানবন্দর থেকে হরিয়ানার সিরসা জেলার দামদামা গ্রামে দিকে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘাতক ট্রাকের চালককে ধরার জন্য তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

বিশ্বাস বামেদের

পাচের পাতার পর

''হিন্দুস্থান সমাচার''কে একথা বলেন।
বামেদের ভোট এবারের লোকসভায় ৪০ শতাংশ থেকে কমে নেমে এসেছে সাত শতাংশে। এই পর্যায়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কি পন্থা গ্রহণ করছেন জিজ্ঞেস করা হলে সুজনবাবু জানান, 'আমরা জীবন জীবিকার রাজনীতি করি। আমরা মানুষের জন্য লড়াই করি। যে প্রতিযোগিতা এতদিন তৃণমূল করছিলো সেই প্রতিযোগিতায় এখন বিজেপি নেমেছে '। একই প্রসঙ্গে রাজ্য সিপিএমের নেতা রবীন দেব জানান, 'মুকুল রায় তৃণমূলে থাকতে দল বানিয়েছে। এখন বিজেপিতে গিয়ে দল বানাচ্ছে।' তিনি আরও জানান, 'দল বদলে মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।'
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিজেপিতে যোগ দিলেন তিন বিধায়ক বীজপুরের তৃণমূল বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়, বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক তুষারকান্তি ভট্টাচার্য ও হেমতাবাদের সিপিএম বিধায়ক দেবেন্দ্র রায়। এছাড়াও রাজ্যের তিন পুরসভার বহু কাউন্সিলার ঊ এই তিনটি পুরসভা হল কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর এবং নৈহাটি ঊ এছাড়া এদিন রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা বিজেপিতে যোগদেন

উত্তপ্ত নানুর

তিনের পাতার পর

করেছেন, মহিম শেখ তৃণমূল করলেও বর্তমানে বিজেপিতে যোগ দিয়ে এলাকায় ঝামেলা পাকাচ্ছে। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে মহিম শেখ জানায়, সে চিরকাল তৃণমূল দল করত এবং আগামীদিনেও করবে। তাঁকে এবং তাঁর অনুগামীদের এলাকা ছাড়া করতেই শেখ আলো হামলা চালিয়েছে। যদিও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে অভিযোগ উড়িয়ে নানুরের ঘটনা প্রসঙ্গে বীরভূম জেলা সহ-সভাপতি অভিজিৎ সিংহ বলেন, 'জেলায় আমাদের কোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই, অনুব্রত মন্ডলের নেতৃত্বে আমরা এখানে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছি। নানুরে ঘটনা সম্পূর্ণভাবে গ্রাম্য বিবাদ।

প্রদীপ ভট্টাচার্য

তিনের পাতার পর

বুঝেই এই মেরুকরনের পথকে বেছে নিয়েছে।
এদিন এবিষয়ে শাসক দল সহ সমস্ত বিরোধী দল গুলোকে হুশিয়ারী দিয়ে প্রদীপবাবু বলেন, "কংগ্রেস লড়াই ছাড়ছে না ঊ কংগ্রেস সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে এই ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতিকে বন্ধ করবেই ঊ" তিনি জানান, "এই পরিস্থিতির থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য, সর্বভারতীয় পর্যায়ে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বেই আগামী দিনের তাদের এই কর্মসূচি ঠিক করা হবে ঊ তার জন্য খুব শিগ্রই বৈঠকে বসবেন কংগ্রেস নেতৃত্ব ঊ" এদিন প্রদীপবাবুর কথায়, "এবছরের লোকসভা ভোটের পরাজয় স্বীকার করছে কংগ্রেস ঊ কিন্তু তাদের আদর্শের কাছে কখনই পরাজয় স্বীকার করবে না তারা ঊ এই আদর্শকে সামনে রেখেই আগামী দিনে লড়ে যাবে তারা ।

জাপানের পার্কে ছুরি হাতে হামলা : মৃত্যু শিশুকন্যার, জখম অন্তত পক্ষে ১৯

টোকিও, ২৮ মে (হি.স.): ছুরি হাতে একাই ১৬টি শিশু-সহ মোট ১৯ জনকে কোপাল ৫০-৬০ বছর বয়সী আততায়ী। ছুরি হামলায় মৃত্যু হয়েছে একটি শিশুকন্যার, এছাড়াও জখম হয়েছে ১৯ জন, এদের মধ্যে ১০ জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে টোকিও থেকে ১৩ মাইল (২১ কিলোমিটার) দূরে কাওসাকি শহরের একটি পার্কে। ছুরি হাতে হামলা চালানোর পরই ওই আততায়ীকে গ্রেফতার করা হয়, কিন্তু নিজস্ব শরীরে ওই আততায়ী আঘাত করার কারণে হামলাকারীরও মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার কাওসাকি শহরের একটি পার্কে ১৬টি শিশু-সহ মোট ১৯ জনকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে ৫০-৬০ বছর বয়সী আততায়ী। ছুরি হামলায় মৃত্যু হয়েছে একটি শিশুকন্যার, এছাড়াও জখম হয়েছে ১৯ জন, এদের মধ্যে ১০ জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পদোন্নতি

● প্রথম পাতার পর

মাশাসক, সাতজন সহকারী মহকুমাশাসক, আটজন বিডিও এবং অন্যান্য পদাধিকারী-সহ মোট ৪১ জন আধিকারিককে রদবদল করা হয়েছে। এদিকে, মনোজ কুমার এবং কুমার অলককে পদোন্নতি দিয়েছে রাজ্য সরকার। তাঁদের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছে রাজ্য সরকার।

দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত উপনির্বাচন, নগর সংস্থাগুলির উপনির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। সাড়া দেশের সামনে এসব নির্বাচন হাস্যস্ক র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। উপনির্বাচনের নামে গণতন্ত্রের নিধন যজ্ঞ ঘটানো হয়েছে। সন্ত্রাসের পরিবেশের মধ্যেই ১৭তম লোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিরোধী দল প্রত্যাশা করেছিল শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সেই অভিপ্রায় ব্যর্থতায় পরিগণিত হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে বিরোধী দলের প্রার্থীরা আক্রান্ত হয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শাসক দল পুনভোটে ও সন্ত্রাস চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দল নেতা। গণনা কেন্দ্র থেকেই বিরোধীদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করা হয়। বিরোধীদল ধারণা করেছিল গণনার পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। কিন্তু তা আরও বীভৎস আকার ধারণ করতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা।
রাজ্যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা চলেছে। এসব বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করার দাবি জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

করে উড়িয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, ১৯৮০ সালের দাঙ্গা বা উগ্রপন্থীদের উপদ্রবের মতো অবস্থায় নেই ত্রিপুরা। অন্তত, বাম জমানায় সন্ত্রাসের ভয়াবহতার তুলনায় অনেকটাই নিরাপদে রয়েছেন রাজ্যবাসী, জোর গলায় দাবি করেন তিনি।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে

আটের পাতার পর

সভাপতি গণেশ ঘোষ বলেন,' আমাদের কর্মীদের মারধরের পরে আক্রান্ত কর্মীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধা দেওয়ায় রাত থেকে গ্রামের মধ্যে আটকে থাকেন আক্রান্তরা। আক্রান্তদের হাসপাতালে যাওয়া আটকাতে এলাকায় গাড়ি বন্ধ করে দেয় তৃণমূল'। সোমবার রাতের ঘটনায় ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ ও আক্রান্ত হয় বলে অভিযোগ তোলেন গণেশ ঘোষ। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে বলে উল্লেখ করে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলনে নামার হুমকি দেন গণেশ ঘোষ।

পালন বাঁকুড়ায়

আটের পাতার পর

আন্দামান সেকুলার জেলে বন্দি জীবনেকাগজ পেন্সিলের অভাবে কয়লার টুকরো দিয়ে দশাহাজার লাইনের কবিতা রচনা, ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময় জাহাজে বাথরুমের গর্ত দিয়ে সমুদ্রে ঝাপ, ব্রিটিশ সরকারের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে টানা আট ঘন্টা সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে ফরাসী উপকূলে পৌছানোর মত দু:সাহসিক ঘটনার উল্লেখ করে সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড:রামপ্রসাদ বিশ্বাস, সমীর দাস, রবীন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ।

নেপালের বাসিন্দা

আটের পাতার পর

বল এবং পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে ২ কোটি টাকার হিরোইনসহ সুদামাকে গ্রেফতার করে।এসএসবি অফিসিয়াল অমিত কুমার জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে ২৩৫ গ্রামের ওই হিরোইন-র দাম ২.৩৫ কোটি ।সুদামা গৌতমের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

বারাবাঙ্কি বিষাক্ত মদ মৃত্যু মামলা : মদের দোকানের মালিক-সহ ৩ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর

বারাবাঙ্কি (উত্তর প্রদেশ), ২৮ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কিতে বিষাক্ত মদ খেয়ে ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনায় মদের দোকানের মালিক-সহ ৩ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল পুলিশঊ উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলার রামনগরে বিষাক্ত মদ খেয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জনঊ এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীনঊ মৃত ১০ জনের মধ্যে বাবা এবং তিন ছেলেও রয়েছেঊ
বিষাক্ত মদ খেয়ে ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথঊ দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধতন প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীঊ পাশাপাশি মুখ্য সচিব, আবগারি দফতরকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীঊ উত্তর প্রদেশের আবগারি মন্ত্রী জয়প্রতাপ সিং জানিয়েছেন, 'অবিলম্বে বরখাস্ত করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের পদস্থ একজন আধিকারিককেঊ এছাড়াও ৫ জন পুলিশ কর্মী এবং ৩ জন হেড কনস্টেবলকেও অবিলম্বে বরখাস্ত করা হয়েছেঊ' রামনগরের ইন্সপেক্টর রাজেশ কুমার এবং সিও পবন গৌতমকে বরখাস্ত করা হয়েছে

ব্যাঙ্গালোরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় দুর্গাপুরের একই পরিবারের মৃত ৫, শেষকৃত্য করতে গেল ভাই

দুর্গাপুর, ২৮ মে (হি . স.) : নতুন বাড়ি কেনাই কাল হল দুর্গাপুরের দে পরিবারের। গৃহপ্রবেশের পর গরমের ছুটি কাটাতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একই পরিবারের ৫ সদস্যের। সোমবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ব্যাঙ্গালোরে। মৃতদের নাম দীপঙ্কর দে (৪৩), স্ত্রী স্বাগতা দে(৩৬) ,ছেলে ধ্রুব দে(১০) , শাশুড়ী জয়তী চৌধুরী(৬৫) ও চেন্নাই থেকে আগত দীপঙ্করবাবুর শ্যালিকা ঝিলমিল নায়ার।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীপঙ্কর দে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর আকবর রোডের বাসিন্দা। ব্যাঙ্গালোরে ২০০৩ সাল থেকেই একটি আমেরিকান আইটি কোম্পানীতে কর্মরত দীপঙ্কর দে। স্ত্রী স্বাগতা ব্যাঙ্গালোরের একটি স্কুলে শিক্ষিকা। চাকরিসূত্রে সেখানে বাড়ি কিনেছিল দে দম্পতি। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গৃহপ্রবেশ হয়েছিল। তাই এবার গরমের ছুটিতে বাড়ীতে আসা হয়নি ব্যাঙ্গালোর নিবাসী দীপঙ্কর দে ও তার পরিবারের। সোমবার ভোর রাতে ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্ট থেকে শ্যালিকাকে নিয়ে ফেরার পথে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় পড়েন দে পরিবার। দুর্গাপুরের ইস্পাত কলোনীর ১৬/১৬ আকবর রোডে থাকেন দীপঙ্করের বাবা সমরেন্দ্রনাথ দে , মা কৃষ্ণা দে ও ভাই শুভঙ্কর। ছোট ভাই শুভঙ্কর খবর পাওয়া মাত্রই সন্ধ্যের ফ্লাইটে ব্যাঙ্গালোর উড়ে যান। মঙ্গলবার ব্যাঙ্গালোরেই পুরো পরিবারের শেষকৃত্য হবে বলে জানালেন দীপঙ্করের বাবা সমরেন্দ্রনাথ দে। ঘটনার পর থেকে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর প্রতি আস্থাশীল স্ট্যালিন

চেন্নাই, ২৮ মে (হি.স.) : কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছেন রাহুল গান্ধী। কিন্তু রাহুল গান্ধীকে সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন ডিএমকে প্রধান এম কে স্ট্যালিন। এদিন চেন্নাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এম কে স্ট্যালিন বলেন, কংগ্রেস নির্বাচন হারলেও জনগণের হৃদয় জিতেছে। কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া যে চিন্তা রাহুল গান্ধী করেছেন তা ত্যাগ করা উচিত।
লোকসভা নির্বাচনে তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে-বিজেপি জোটকে পর্যদুস্ত করে ছেড়েছে ডিএমকে নেতৃত্বাধীন জোট। ৩৮ আসনের মধ্যে ৩৭ আসনে জয়লাভ করেছে ডিএমকে জোট। এর জন্য সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী ডিএমকে সুপ্রিমোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের জগন মোহন রেড্ডি শপথগ্রহণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এম কে স্ট্যালিন।

মোদীর

● প্রথম পাতার পর

রেখে দেশের প্রগতির জন্য কাজ করে গিয়েছিলেন দুই জনে। এমনকি রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অবসর নেওয়ার আরএসএস-এর বার্ষিক সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসেবেও উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায়। পরে জানুয়ারিতে ভারতরত্ন প্রাপক হিসেবে ঘোষণা করা হয় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নাম।

সম্প্রসারিত

● প্রথম পাতার পর

২৯ জন ফ্যাকাল্টি বর্তমানে রয়েছেন। পাশাপাশি পলিটেকনিক কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোতেও ঘাটতি রয়েছে। তাই এআইসিটিই ওই তিনটি কলেজের অনুমোদন সম্প্রসারণ করবে না বলে রাজ্য সরকারকে গত ১লা জানুয়ারী চিঠি পাঠায়। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সঙ্গে সঙ্গে এআইসিটিইকে চিঠি পাঠিয়ে ওই তিনটি কলেজের অনুমোদন সম্প্রসারণের অনুরোধ জানানো হয়। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফ্যাকাল্টি এবং পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এআইসিটিই তাদের সিদ্ধান্তে আংশিক বদল করে ধর্মনগর পলিটেকনিকের ১০ শতাংশ আসন কমিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ফের এআইসিটিইর কাছে অনুরোধ জানায় আসন সংখ্যা একই রাখার জন্য। পাশাপাশি শীঘ্রই ফ্যাকাল্টি নিয়োগ করা হবে বলে ফের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অবশেষে এআইসিটিই তাদের সিদ্ধান্ত বদল করে ধর্মনগর পলিটেকনিকেও আসন সংখ্যা একই রাখাতে অনুমোদন দিয়েছে এআইসিটিই।
এদিকে, ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে ৫টি কোর্সে এনবিএএর স্বীকৃতি মিলেছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, মেকানিকেল, সিভিল এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে এনবিএ-এর স্বীকৃতি মিলেছে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

ভোট দিলে ভোটারদের মার খেতে হবে কেন? গণতন্ত্রে সকলের সমান অধিকার। কিন্তু, শুধু বিজেপিই কেন ভোট পাওয়ার অধিকারী হতে পারে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরো ভেঙ্গে পড়েছে। সেজন্যই লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন এডিজি আইন-শৃঙ্খলাকে সরিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য আসাম রাইফেলসের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া খুবই জরুরি। তাঁর মতে, আসাম রাইফেলস কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধিন। ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা জন নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে। তাই, আসাম রাইফেলসের হাতে ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হলে রাজ্যবাসী উপকৃত হবেন।

মুঙ্গিয়াকামীতে

● প্রথম পাতার পর

পাশেই বিজেপি কার্যালয়ে অবরোধকারীরা প্রথমে ভাঙচুর চালায়। এরপর সেখানেই একটি বাইকে তারা আগুন ধরিয়ে দেন। তাতেও শান্ত হননি অবরোধকারীরা। অভিযোগ, বিজেপির স্থানীয় দুই কর্মী জ্যোতির্ময় দেববর্মা এবং স্বপন দেববর্মার বাড়িতে অবরোধকারীরা ভাঙচুর চালিয়েছে।
খবর পেয়ে, তেলিয়ামুড়া এবং মুঙ্গিয়াকামীর থানার পুলিশ বিশাল টিএসআর বাহিনী অবরোধস্থলে পৌছায়। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিও সেখানে যান। পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী দেখে অবরোধকারীরা কিছুটা শান্ত হন। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিও অবরোধকারীদের আশ্বাস দেন গুলি চালানোর ঘটনায় তদন্ত করবেন। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে সকাল ৭টা নাগাদ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

সেঞ্চুরি করা রাহুলকে ফেরালেন সাব্বির

ধোনিকে জীবন দিলেন লিটনসীমানায় খানিটা এগিয়ে ছিলেন লিটন দাস। পিছিয়ে গিয়ে চেষ্টা করেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির ক্যাচ মুঠোয় নেওয়ার। হাত ছোঁয়াতে পেরেছিলেন কিন্তু ক্যাচ জমাতে পারেননি। যে শটে আউট হতে পারতেন ভারতের কিপার ব্যাটসম্যান সেই শটে পান বাউন্ডারি।৪৬ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ২৯৫/৫। ধোনি ৮৮ ও হার্দিক পান্ডিয়া ৯ রানে ব্যাট করছেন।রাহুলকে থামালেন সাব্বিরসেঞ্চুরির পর বেশিক্ষণ টিকলেন না লোকেশ রাহুল। বোল্ড করে ডানহাতি এই ব্যাটসম্যানকে থামালেন সাব্বির রহমান।ভারতের চার নম্বরে একজন ব্যাটসম্যানের সন্ধান হয়তো শেষ হলো রাহুলকে দিয়ে। ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবে দলে সুযোগ পাওয়া এই ব্যাটসম্যান মিডল অর্ডারে দেখালেন নিজের সামর্থ্য। শুরুর ধাক্কা সামাল দিয়ে দলকে ভালো অবস্থানে নিয়ে ফিরলেন।লেগ স্পিনার সাব্বিরকে শাফল করে খেলতে চেয়েছিলেন রাহুল। ব্যাটে খেলতে পারেননি, বল আঘাত হানে স্টাম্পে।৯৯ বলে ১ চার ও চার ছক্কায় ১০৮ রান করে ফিরেন রাহুল। ভাঙে তার সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির ১৬৪ রানের জুটি।৪৪ ওভারে ভারতের সংগ্রহ ২৬৮/৫। ক্রিজে ধোনির সঙ্গী হার্দিক পান্ডিয়া।রাহুলের সেঞ্চুরিদারুণ ব্যাটিংয়ে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন লোকেশ রাহুল। ৪৫ বলে পঞ্চাশ ছুঁয়েছিলেন ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান, রান তিন অঙ্কে যায় ৯৪ বলে। এই সময়ে তার ব্যাট থেকে এসেছে ১২টি চার ও তিনটি ছক্কা। পঞ্চম উইকেটে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে তার জুটির ছাড়িয়েছে দেড়শ।৪২ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ২৫৫/৪। রাহুল ১০০ ও ধোনি ৬৫ রানে ব্যাট করছেন।ঝড় তুলে ধোনির ফিফটিমহেন্দ্র সিং ধোনি ক্রিজে যাওয়ার সময় চাপে ছিল ভারত। কিপার-ব্যাটসম্যানের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে উড়ে গেছে সেই চাপ। ধোনি ও লোকেশ রাহুল উল্টো চাপে রেখেছেন বাংলাদেশের বোলারদের। বোলারদের ওপর চড়াও হয়ে ৪০ বলে পঞ্চাশ স্পর্শ করেন ধোনি। এই সময়ে তার ব্যাট থেকে আসে পাঁচটি চার ও দুটি ছক্কা। ৩৭ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ২২৮/৪। রাহুল ৮১ ও ধোনি ৫৮ রানে ব্যাট করছেন। রাহুল-ধোনি জুটিতে একশ স্লগ সুইপ করে মেহেদী হাসান মিরাজকে ছক্কায় ওড়ালেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, তিন অঙ্ক স্পর্শ করল লোকেশ রাহুলের সঙ্গে তার পঞ্চম উইকেট জুটির রান। ধোনি-রাহুলের ব্যাটে সরে গেছে চাপ। দ্রুত এগোচ্ছে ভারত। শুরুর ধাক্কা সামাল দিয়ে বড় সংগ্রহের পথে রয়েছে বিরাট কোহলির দল। ৩৬ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ২১৪/৪। রাহুল ৭৯ ও ধোনি ৪৬ রানে ব্যাট করছেন। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে রাহুলের ফিফটি বিরাট কোহলির বিদায়ের পর বোলারদের ওপর চড়াও হওয়া লোকেশ রাহুল তুলে নিয়েছেন ফিফটি। এমনিতে রাহুল ওপেনার। তবে বিশ্বকাপে ব্যাট করতে পারেন চার নম্বরে। বাংলাদেশে ম্যাচে দেখালেন সুযোগ পেলে তিনি প্রস্তুত। ৪৫ বলে ৭ চার ও এক ছক্কায় পঞ্চাশ স্পর্শ করেন এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ২৬ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ১৩৫/৫। রাহুল ৫১ ও মহেন্দ্র সিং ধোনি ৫ রানে ব্যাট করছেন।রুবেলের দ্বিতীয় শিকার শঙ্করদলের সংগ্রহ তিন অঙ্ক ছোঁয়ার পরপরই বিজয় শঙ্করকে হারালো ভারত। রুবেল হোসেনের বলে মুশফিকুর রহিমকে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেছেন ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান। রুবেলের অফ স্টাম্পের বাইরের শর্ট বল পাঞ্চ করতে চেয়েছিলেন শঙ্কর। ঠিকমতো খেলতে পারেননি। ব্যাটের কানা ছুঁয়ে জমা পড়ে মুশফিকের গ্লাভসে। ৭ বলে দুই রান করে ফিরেন শঙ্কার। ২২ ওভার শেষে ভারতের সংগ্রহ ১০২/৪। ক্রিজে লোকেশ রাহুলের সঙ্গী মহেন্দ্র সিং ধোনি। বোল্ড করে কোহলিকে থামালেন সাইফ কঠিন সময় পার করে সবে শট খেলতে শুরু করেছিলেন বিরাট কোহলি। এমন সময়ে দারুণ এক ডেলিভারিতে ভারত অধিনায়ককে বোল্ড করে থামালেন মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন। স্টাম্পে থাকা ইয়র্কার লেংথের বল ফ্লিক করতে চেয়েছিলেন কোহলি। ব্যাটে খেলতে পারেননি, বুট ছুঁয়ে এলোমেলো করে দেয় স্টাম্পস। ৪৬ বলে পাঁচ চারে ৪৭ রান করে ফিরেন ভারত অধিনায়ক। ১৯ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ৮৩/৩। ক্রিজে লোকেশ রাহুলের সঙ্গী বিজয় শঙ্কর। এসেই রুবেলের আঘাত বোলিংয়ে এসেই আঘাত হেনেছেন রুবেল হোসেন। বোল্ড করে ফিরিয়ে দিয়েছেন রোহিত শর্মাকে। টাইমিং করতে ভুগছিলেন রোহিত। অনেকটা সময় ক্রিজে কাটালেও ছিলেন না স্বচ্ছন্দ। ডানহাতি ওপেনার রুবেলের শর্ট বল পুল করতে চেয়েছিলেন। ব্যাটের কানায় লেগে বল এলোমেলো করে দেয় স্টাম্পস। এক চারে ৪২ বলে ১৯ রান ফিরেন রোহিত। ভাঙে ৪৫ রানের জুটি। ১৪ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ৫০/২। ক্রিজে বিরাট কোহলির সঙ্গী লোকেশ রাহুল। ।শরাফি-মুস্তাফিজের আঁটসাঁট বোলিংদারুণ লাইন-লেংথে বোলিং করে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে বেঁধে রেখেছেন মাশরাফি বিন মুর্তজা ও মুস্তাফিজুর রহমান। ১০ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ৩৪/১। রোহিত ১৫ ও কোহলি ১৬ রানে ব্যাট করছেন। দুটি মেডেন নেওয়া মাশরাফি ৫ ওভারে দিয়েছেন মোটে ১৩ রান। শিখর ধাওয়ানকে ফেরানো মুস্তাফিজ ৫ ওভারে দিয়েছেন ১৯ রান।শুরুতেই মুস্তাফিজের ছোবল মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে সিঙ্গেল নিয়ে রানের খাতা খলেছিলেন শিখর ধাওয়ান। এরপর থেকে ভুগছিলেন ব্যাটে-বলে করতে। টাইমিং করতে পারছিলেন না সেভাবে। রানের জন্য ছটফট করা বাঁহাতি এই ওপেনারকে ফিরিয়ে দিলেন মুস্তাফিজুর রহমান। একটু সুইং করে ভেতরে ঢোকা বাঁহাতি পেসারের ফুল লেংথ বল পা বাড়িয়ে লেগে ঘোরাতে চেয়েছিলেন ধাওয়ান। ব্যাটে খেলতে পারেননি, বল আঘাত হানে প্যাডে। ৯ বলে ১ রান করে এলবিডব্লিউ হয়ে ফিরে যান ধাওয়ান। ৩ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ৫/১। ক্রিজে রোহিত শর্মার সঙ্গী বিরাট কোহলি।।র্ডিফে আবার খেলা শুরু বৃষ্টি থেমেছে কার্ডিফে। মিনিট বিশেক বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হয়েছে খেলা।খেলা শুরুর পরপরই বৃষ্টির বাধা বৃষ্টির বাধায় খেলা শুরু হয়েছিল নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট পর। মাত্র দুই বল হওয়ার পর বৃষ্টি ফিরে এলো কার্ডিফে। বন্ধ হয়ে গেল খেলা। মুস্তাফিজুর রহমানের করা দুই বল থেকে চার রান নিয়েছে ভারত। রোহিত শর্মা ৩ ও শিখর ধাওয়ান ১ রানে ব্যাট করছেন।১০ মিনিট দেরিতে খেলা শুরুবৃষ্টির বাধায় ১০ মিনিট দেরিতে খেলা শুরু হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছিল কার্ডিফে। স্থানীয় সময় ১০টা ৪০ মিনিটে খেলা শুরু হয়েছে।কার্ডিফে বৃষ্টিটসের সময় আকাশ ঢাকা ছিল মেঘে। খেলা শুরু হওয়ার আগেই স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ২০ মিনিটে হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে কার্ডিফে। সেন্টার উইকেট ঢেকে দেওয়া হয়েছে।ভারত দলে নেই শুধু কেদার যাদবকাঁধের চোটের জন্য প্রস্তুতি ম্যাচে খেলা হচ্ছে না কেদার যাদবের। স্কোয়াডের বাকি ক্রিকেটাররা খেলবেন বাংলাদেশের বিপক্ষে।ভারত দল: বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা (সহ-অধিনায়ক), শিখর ধাওয়ান, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, বিজয় শঙ্কর, মহেন্দ্র সিং ধোনি, দিনেশ কার্তিক, যুজবেন্দ্র চেহেল, কুলদীপ যাদব, ভুবনেশ্বর কুমার, জাসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ শামি।বাংলাদেশ সুযোগ দিচ্ছে সবাইকেপ্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় বাংলাদেশ দল সুযোগ দিচ্ছে স্কোয়াডের সব ক্রিকেটারকে।বাংলাদেশ দল: মাশরাফি বিন মুর্তজা (অধিনায়ক), লিটন দাস, মাহমুদউল্লাহ, মেহেদী হাসান মিরাজ, মোহাম্মদ মিঠুন, মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন, মুশফিকুর রহিম, মুস্তাফিজুর রহমান, রুবেল হোসেন, সাব্বির রহমান, সৌম্য সরকার, তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান (সহ-অধিনায়ক), মোসাদ্দেক হোসেন, আবু জায়েদ চৌধুরী। টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশটস জিতে বোলিং নিয়েছেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। বাংলাদেশ অধিনায়ক জানান, বৃষ্টিতে দুই দিন উইকেট ঢাকা থাকায় শুরুতে বাড়তি সুবিধা পাবেন বোলাররা। তাই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি জানান, টস জিতলে বোলিং নিতেন তিনিও।নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার বাংলাদেশের শেষ সুযোগশক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে নিজেদের ঘাটতির জায়গাগুলো দেখে নিতে চায় বাংলাদেশ। বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার এটাই শেষ সুযোগ মাশরাফি বিন মুর্তজার দলের।কার্ডিফে প্রস্তুতি ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায়।২০১৭ সলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ২৪০ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ। ৩২৪ রান তাড়ায় গুটিয়ে গিয়েছিল মাত্র ৮৪ রানে।একই ভেন্যুতে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ ভেসে গেছে বৃষ্টিতে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে নিউ জিল্যান্ডের কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছে ভারত।জয় দিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শেষ করতে চায় বাংলাদেশ। তবে অধিনায়কের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, নিজেদের ঘাটতির জায়গাগুলো জানা। কোথায় কাজ করা উচিত, কি ঠিক করা দরকার তা জেনে খেলতে চান বিশ্বকাপে।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের নিরাপত্তা নিয়ে যা বলল আইসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার থেকে শুরু বিশ্বকাপ। প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হবে আয়োজক ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু এসব ছাপিয়ে ১৬ জুনের ম্যাচ নিয়ে এখন থেকেই উন্মাদনা তুঙ্গে। আলোচনার কেন্দ্রে ভারত-পাকিস্তান বিশ্বকাপের ম্যাচ। হাইভোল্টেজ এই ম্যাচের নিরাপত্তা নিয়েও নানা প্রশ্ন থাকছেই। তবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের নিরাপত্তা নিয়ে আপাতত কোনও আশঙ্কা নেই বলেই জানিয়ে দিলেন বিশ্বকাপের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জিল ম্যাকক্র্যাকেন।১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় জঙ্গি হানার প্রেক্ষিতে ১৬ জুন বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়া নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছিল প্রথমে। তবে আপাতত কোনও সংশয় নেই। বিশ্বকাপের এই ম্যাচ হচ্ছে বলেই জানিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। আইসিসি-র নিরাপত্তা ডিরেক্টর জিল ম্যাকক্র্যাকেনের মতে, 'ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ট ট্র্যাফোর্ডে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও আশঙ্কা নেই। যে সব আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেগুলি সাধারণভাবে ম্যাচের দিন যত এগিয়ে আসে ততই ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তবে আমরা প্রস্তুত। প্রত্যেক দলেই ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী সঙ্গে এনেছে। তাঁদের পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের তরফেও নজর রাখা হবে।'জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ড-ওয়েলসে বিশ্বকাপের ১১টি স্টেডিয়ামেই গোয়েন্দা দল তৈরি রয়েছে। তবে অন্যান্য ম্যাচগুলির চেয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে নিরাপত্তায় জোরদার করা হচ্ছে বলেও জানিয়ে দেন জিল। জিলও আরও জানান বিসিসিআই-এর নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়েই পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

অজি-অলরাউন্ডারের সঙ্গে নিজের গোপন অস্ত্র নিয়ে আলোচনায় মালিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিবেদন : সৌজন্যবোধ! হাড্ডাহাড্ডি লড়াই নয়, বাইশ গজের বাইরে এক অন্য ছবি। সোমবার সাউদাম্পটনে স্পিরিট অব ক্রিকেটের এক ছবি উঠে এল। বাইশ গজের লড়াইয়ের বাইরে সৌজন্যবোধের এক ছবি। ওয়ার্ম আপ ম্যাচে হেরেও প্রতিপক্ষের এক অলরাউন্ডারকে নিজের গোপন অস্ত্রের তালিম দিলেন লঙ্কান পেসার লাসিথ মালিঙ্গা। আর সেই ভিডিয়ো টুইটারে পোস্টও হয়েছে।সোমবার সাউদাম্পটনে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচটি ৫ উইকেটে জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচ শেষে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ার মার্কাসে স্টোইনিস ও শ্রীলঙ্কার লাসিথ মালিঙ্গা বল হাতে নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। কী কথা হল স্টোইনিসের সঙ্গে। নিজেই বললেন মালিঙ্গা।তিনি বলেন, 'আমি ওকে (মার্কাসে স্টোইনিস) টিপস দিচ্ছিলাম। যে ক্রিকেট কতটা এগিয়ে গিয়েছে। যেই শিখতে চায়, আমি তাদের সাহায্য করি। আমি ওর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম স্লো বল ব্যবহারের ট্রিকস। কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে কেন স্লো বল করতে হয় সেটাই ব ু ঝি ে য. ে ছ ন স্টোইনিসকে।'মালিঙ্গার মতে, ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে বলের বৈচিত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর আইপিএলের সময় স্টোইনিস মালিঙ্গার কাছে শিখতে চেয়েছিলেন স্লো বল করার ট্রিকসটা। সেটা আর তখন হয়ে ওঠেনি, তাই বিশ্বকাপের আগেই নিজের গোপন অস্ত্রের তালিম দিয়ে দিলেন লাসিথ মালিঙ্গা।

রোনালদোর যে রেকর্ডে ভাগ বসালেন মেসি

ইউরোপের ঘরোয়া ফুটবল লিগগুলোর মৌসুম শেষ হয়েছে এই সপ্তাহেই। আর সদ্য সমাপ্ত মৌসুমটা দুর্দান্ত কেটেছে লিওনেল মেসির। যদিও তার দল বার্সেলোনা মাত্র একটি শিরোপা জিতেছে, কিন্তু ব্যক্তিগত কীর্তিতে বাকি সবার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল ছিলেন তিনি।২০১৮/১৯ মৌসুমে লা লিগার শীর্ষ গোলদাতা হিসেবে পিচিচি ট্রফি, ইউরোপের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন শু আর বার্সার জার্সি গায়ে ৬০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর। এই সময়ে তিনি বার্সার জার্সি গায়ে ৫০ ম্যাচে ৫১ গোল করেছেন।এই নিয়ে ক্যারিয়ারে ষষ্ঠবারের মতো গোলের ফিফটি ছুঁয়েছেন মেসি। এই কীর্তি গড়ার পথে তার কথিত চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী জুভেন্টাসের পর্তুগিজ উইঙ্গার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কীর্তিতে ভাগ বসিয়েছেন তিনি। দু'জনের নামের পাশেই এখন মৌসুম প্রতি গোলের ছয়টি ফিফটি রয়েছে।মেসি এবং রোনালদো যথাক্রমে বার্সেলোনা এবং রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডের মালিক। লা লিগায় দু'জনের দীর্ঘ পরিক্রমায় প্রায় প্রতিবারই দু'জনের যেকোনো একজন মৌসুমের সেরা গোলদাতার পুরস্কার ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু ঘরে তুলেছেন।সেই ২০১১-১২ মৌসুমের পর এই প্রথম উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের শীর্ষ গোলদাতার পুরস্কার মিস করলেন রোনালদো। এবার ১২ গোল নিয়ে শীর্ষে আছেন মেসি।৩১ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড মাত্র ১টি মেজর ট্রফি জিতে মৌসুম শেষ করেছেন। যদিও পুরো মৌসুমে তার দল বার্সেলোনাই ছিল ট্রেবল জেতার অন্যতম দাবিদার। অন্যদিকে জুভেন্টাসের জার্সিতে অভিষেক মৌসুমে ঘরোয়া ডাবল জেতার স্বাদ পেয়েছেন রোনালদো।২০১৭/১৮ মৌসুম বাদে বিগত নয় মৌসুমে হয় মেসি নয়ত রোনালদো সর্বোচ্চ গোলদাতার খেতাব জিতেছেন। ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত টানা ৬ মৌসুমে গোলের ফিফটির রেকর্ড গড়েছিলেন রোনালদো।চলতি মৌসুমে প্রতি ম্যাচে ১.০২ গড়ে ৫১ গোল করেছেন মেসি।

TOWN AND COUNTRY PLANNING ORGANIZATION
Government of Tripura
No.F.4 (16)-UDD/Store/TCP0/88(Part-2)/44
Dated, Agartala, the 27th) May, 2019

QUOTATION FOR HIRING OF VEHICLE FOR TCPO

Quotation in sealed cover is hereby invited from the owner or their authorized agent for providing 1(one) number vehicle Maruti Van / similar smaller car for the office work of Town and Country Planning Organization. Govt of Tripura. Quotation in sealed cover should reach to this office on or before 4.00 p.m. of 10.6.2019. The detailed terms & condition may be obtained from the office of the 'T own and Country Planning Organization, KHADYA BHAVAN. GURKHABASTI, AGARTALA on payment of Rs. 100/- (one hundred) only in cash.

ICA/C/018/19 **Town & Country Planner**

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied Fish Seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.) of Panisagar Sub-Division (Panisagar Block/Panisagar N.P area) producing available quantity fish fingerling in their owned/ leased out water bodies for supply of Major Carp Fingerlings for implementation of various fisheries developmental schemes under **"Panchayet Development Fund (PDF)/ Centrally Sponsored Scheme (CSS)"** in different GP/ VC areas under the Panisagar Block/Sub-division during the year 2019-20. The last date of submission of the tender is **12/06/2019** upto **3.00 PM.** The dropping of tender will be eligible for only within **Panisagar Block/Panisagar N.P under Panisagar Sub-Division area.** The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before **1110612019** on any working days upto 3.00 pm for collection of tender form and detail terms and condition.

ICA/C/013/19 **Superintendent of Fisheries**
Panisagar:North Tripura

কোপায় অধিনায়ক আলভেজ

আগামী মাস থেকে শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকা ফুটবলে নেইমারের পরিবর্তে ব্রাজিল দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন দানি আলভেজ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রাজিলের কোচ তিতে নেইমারকে ব্রাজিল দলের স্থায়ী অধিনায়ক করেছিলেন।ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন সোমবার (মে ২৭) জানায় শনিবার নেইমারের সাথে যোগাযোগ করেই তিতে এই সিদ্ধান্ত নেন।বর্তমানে নেইমার পিএসজি'র হয়ে তিন ম্যাচের নিষেজ্ঞায় আছেন। ফ্রেঞ্চ লিগ কাপের ফাইনালে রেনের বিপক্ষে হারের পর প্রতিপক্ষের এক সমর্থকের মারধরের কারণে তাকে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয়।আগামী ১৬ জুন ব্রাজিলে শুরু হবে কোপা আমেরিকার ৪৬তম আসর। ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের ফাইনাল।গুঞ্জন আগেই উঠেছিল।

এবার চোট হার্দিকের

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিজয় শঙ্করের চোট নিয়ে আশঙ্কা কাটলেও ফের নতুন করে চোটের কবলে পড়লেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। সোমবার অনুশীলনের সময় বাঁ হাতে চোট পান হার্দিক। জানা গেছে, থ্রো ডাউনের সময় চোট লাগে হার্দিকের। যদিও চোট গুরুতর নয়। কারণ আঘাত লাগার পরেও নেট ছেড়ে যাননি হার্দিক। ব্যাটিং অনুশীলন করেন। এমনকি মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম আপ ম্যাচেও দলে রাখা হয়েছে হার্দিককে। বিজয় শঙ্কর চোট সারিয়ে খেলছেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। একমাত্র দলে নেই কেদার যাদব।

আসলে নাকি অধিনায়ক ধোনিই রায়না কি উস্কে দিলেন বিতর্ক?

আজকাল ওয়েবডেস্ক: তিনি আর এখন অধিনায়ক নন। কিন্তু দলে তাঁর প্রভাব প্রচুর। স্বয়ং বিরাট কোহলি এবং রবি শাস্ত্রী একথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বিশ্বকাপে ধোনির অভিজ্ঞতা যে কোহলির কাজে লাগবে তা মেনে নিচ্ছেন সুরেশ রায়নাও। যিনি ধোনির অধিনায়কত্বে জাতীয় দলে দীর্ঘদিন খেলেছেন। এমনকি চেন্নাই সুপার কিংসেও তিনি ধোনির সতীর্থ। সেই রায়না বলছিলেন, 'কাগজে—কলমে ধোনি হয়ত অধিনায়ক নয়। কিন্তু মাঠে বিরাটের অধিনায়ক ধোনিই। আমার তো সেটাই মনে হয়। দলে ধোনির ভূমিকা একইরকম রয়েছে। উইকেটের পিছন থেকে বোলারদের পরামর্শ দেয় ধোনি। ফিল্ডিং সাজায়। উইকেটের পিছনে ধোনি থাকলে বিরাট থাকে আত্মবিশ্বাসী।' রায়নার মতে, ধোনি দলে থাকায় বিরাট শান্ত থাকে। কঠিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয় বিরাটের। রায়না বলছিলেন, 'বিরাট আত্মবিশ্বাসী ক্রিকেটার। এই বিশ্বকাপ বিরাটের কাছে চ্যালেঞ্জ। নিজের ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বাকি ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস জোগায়। বিশ্বকাপ জেতার ক্ষমতা রয়েছে এই টিম ইন্ডিয়ার।' ধোনির প্রশংসা করেছেন কিংবদন্তি লেগস্পিনার শেন ওয়ার্ন। তিনি বলেছেন, 'ধোনি দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করে চলেছে। তারপরেও ধোনিকে নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন।

এক ম্যাচ দিয়েই ভারতকে বিচার করতে চান না টেন্ডুলকার

আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপে অন্যতম ফেভারিট দলের মধ্যে একটি ভারত। শিরোপা জয়ের অন্যতম দাবিদার বিরাট কোহলির দল। তবে বিশ্বকাপের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে বাজে ভাবে হারে টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচ হারের পর সমালোচনা হয় ভারতের পারফর্মেন্স নিয়ে।ভারতের কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার অবশ্য সেসব সমলাচোনায় কান দিচ্ছেন না। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এখনই চিন্তার কোনো কারণ দেখছেন না তিনি। রোববার (২৬ মে) টি-২০ মুম্বাই লিগের সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা জানান। টেন্ডুলকার বলেন, 'এখনো অনেক সময় বাকি আছে। এক ম্যাচ দেখেই পারফর্মেন্স বিচার করা উচিৎ নয়। ক্রিকেটে এমনটা হতেই পারে। আর মূল টুর্নামেন্ট এখনো শুরু হয়নি। বিশ্বকাপে প্রস্তুতি ম্যাচে সাধারণত দল গুলো ব্যাটিং আর বোলিংয়ে বৈচিত্র আনতে চায়।'ভারতের পক্ষ নিয়ে টেন্ডুলকার আরও বলেন, 'প্রস্তুতি ম্যাচে দলগুলো তাদের পূর্ণশক্তির একাদশটা কখনোই প্রকাশ করতে চায় না। গুরুত্বপূর্ণ বোলার ও ব্যাটসম্যানকে বিশ্রামে রাখে। সে সাথে অন্যান্য ক্রিকেটাররা ভিন্ন কন্ডিশনে দলের জন্য কতটুকু প্রস্তুত রয়েছে সেটা পরীক্ষা করতে চায়। ভারতের উচিৎ কোনো ধরনের চাপ না নিয়ে কন্ডিশনটাকে কাজে লাগিয়ে ঘুড়ে দাড়ানো। তাই আমি এখন মোটেও চিন্তিতো নই ভারতের পারফর্মেন্স নিয়ে।'ভারতীয় এই ক্রিকেট জিনিয়াস মনে করে ইংল্যান্ডের উইকেট ধীরে ধীরে আরও পরিবর্তন হয়ে ব্যাটিং উপযোগী হবে। তখন দলগুলো আরও ভাল ভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারবে।

ফ্রেঞ্চ ওপেনে জয়ে শুরু জোকোভিচ-নাদালের

ফ্রেঞ্চ ওপেন টেনিসে পুরুষ এককের প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছেন শীর্ষ দুই তারকা নোভাক জোকোভিচ ও রাফায়েল নাদাল। পোল্যান্ডের হুবার্ট হুরকার্জকে ৩-০ সেটে হারিয়েছেন সার্বিয়ান তারকা জোকোভিচ। ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য দেখান তিনি। প্রথম সেট ৬-৪ গেমে জিতে নেন ওয়ার্ল নাম্বার ওয়ান। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেটেও আধিপত্য ধরে রেখে ৬-২, ৬-২ গেমে জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠেন জোকোভিচ।রেক ম্যাচে ইয়ানিক হানম্যানকে ৬-২, ৬-১, ৬-৩ গেমে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছে র‍্যাংকিংয়ের দুই নম্বরে থাকা স্প্যানিশ তারকা রাফায়েল নাদাল।নারী এককে প্রথম রাউন্ডে রাশিয়ার ভিটালিয়া ডিয়াচেনকোকে ২-১ সেটে হারিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সেরেনা উইলিয়ামস। প্রথম সেটে সেরেনাকে ৬-২ গেমে হারান ডিয়াচেনকো। এরপরই ঘুড়ে দাঁড়ান এই মার্কিন তারকা। ৬-১, ৬-২ গেমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেট জিতে পরের রাউন্ডে ওঠেন সেরেনা।

রান্নার মশলায় ভেজাল শনাক্তকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানুন ঃ স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখুন

- **গুঁড়া মশলায় কাঠের গুঁড়া, চূর্ণ চর্বি শনাক্তকরণ ঃ**

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

১) জলের উপরে গুঁড়া মশলা ছড়িয়ে দিন। ২) খাঁটি মশলা হলে উপরিতলে কোনরকম কাঠের গুঁড়া, চূর্ণ চর্বি ভাসবে না। ৩) মশলায় যদি ভেজাল থাকে তাহলে কাঠের গুঁড়া, চূর্ণ চর্বি ইত্যাদি জলের উপরিতলে ভাসবে।

- **লঙ্কা গুঁড়ায় কৃত্রিম / জলে দ্রবণীয় সিন্থেটিক রং শনাক্তকরণ ঃ**

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

১) একটি গ্লাসের জলে লঙ্কাগুঁড়া ছড়িয়ে দিন। ২) কৃত্রিম রং দ্রুত আঁকা বাঁকা দাগে জলের নীচে নামতে শুরু করবে।

- **লঙ্কা গুঁড়ায় কাঠের গুঁড়া শনাক্তকরণ ঃ**

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

১) একটি গ্লাসে জল নিয়ে তাতে অল্প পরিমাণ লঙ্কা গুঁড়ার নমুনা মেশান।
২) লঙ্কা গুঁড়ায় কাঠের গুঁড়া মেশানো থাকলে তা গ্লাসের জলের উপরে ভাসবে কিন্তু লংকা গুঁড়া জলের তলায় থিতু হবে।

- **গুঁড়া হলুদে কৃত্রিম রং শনাক্তকরণ ঃ**

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

১) এক গ্লাস জলে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া মেশান। ২) খাঁটি হলুদ জলে মেশালে তলিয়ে যাবার সময় জলের রং হাল্কা হলুদ হবে। ৩) ভেজাল হলুদ গুঁড়ার ক্ষেত্রে থিতিয়ে যাবার সময় জলের রং গাঢ় হলুদ হবে।

- জিরার সঙ্গে মেশানো কাঠের গুঁড়োর সাহায্যে রাঙানো ঘাসের বীজ শনাক্তকরণ ঃ

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

১) অল্প পরিমাণ জিরা হাতের তালুতে ঘষুন। ২) হাতের তালু কালো হলে ভেজাল আছে বোঝা যায়।

- **গোটা হলুদে ধাতব রং মেশানো আছে কিনা শনাক্তকরণ ঃ**

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

১) অল্প সংখ্যক গোটা হলুদ এক গ্লাস জলে মেশান। ২) খাঁটি হলুদ কোনও রং ছাড়বে না। ৩) ভেজাল হলুদের রং দেখতে উজ্জ্বল হবে এবং জলে ডুবালে দ্রুত রং ছাড়বে।

- **সরিষা বীজে অ্যারগেমন বীজ শনাক্তকরণ ঃ**

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

১) একটি কাঁচের গ্লাসে অল্প পরিমাণ সরিষা বীজ নিন। ২) খালি চোখে অ্যারগেমন বীজ মেশানো আছে কিনা লক্ষ্য করুন। ৩) সরিষা বীজের পৃষ্ঠতল মসৃণ এবং চাপ দিলে দেখা যাবে ভিতরে রং হলুদ। ৪) অ্যারগেমন বীজ আকৃতিতে দানাদার, অমসৃণ এবং কালো রঙের। চাপ দিলে দেখা যাবে ভিতরের রং সাদা।

ভেজালমুক্ত খাবার সুস্বাস্থ্যের আধার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

ICA/D/233/19-20

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

নেশার বলি এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৮ মে ।। ড্রাগস সেবনে আবারো খোয়াইতে এক যুবকের মৃত্যু। খোয়াইতে গজিয়ে উঠা ব্রাউন সুগারের রমরমা ব্যবসাকেই এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে। প্রতিদিন খোয়াইয়ের পুলিশ বিভিন্ন সময় ব্রাউন সুগারেরগোপন ডেরায় হানা দিচ্ছে। মৃত্যু হয় ড্রাগসের অতিরিক্ত সেবনের ফলে। উপজাতি যুব সমাজ এই নেশার কবলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে সোমবার খোয়াই চাম্পাহাওড় থানা এলাকার বড়ইবাড়ি গ্রামে মৃত্যু হল বিশাল দেববর্মা নামে ২৫ বছরের এক যুবকের। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার সকাল ৯টায় ঘুম থেকে উঠে বিশাল অসুস্থ্যতা বোধ করে। কথা বলতে বলতেই বিশাল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। শরীরের সমস্ত শক্তি সে হাড়িয়ে ফেলেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই বিশালরে পরিবারের লোকজন তাকে তুলাশিখর প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসপাতালে পৌছানোর আগেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। হাসপাতালে পৌছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এদিকে স্থানীয়দের থেকে জানা যায়, বিশাল দেববর্মা সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস গ্রহণ করত। সে পল্ট্রি মোরগের ব্যবসায়ী ছিল। পিতা অজিত দেববর্মা ছেলের মৃত্যুতে স্তম্ভিত। বিশালের মৃত্যুতে গোটা বড়ইবাড়ি এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এটিএম বিভ্রাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৮ মে ।। গত ২০ মে খোয়াই অফিসটিলা এসবিআই এটিএম এ টাকা তোলার জন্য গিয়েছিলেন সরকারী আইনজীবি উৎপল ভৌমিক। সমস্ত প্রক্রিয়া মেনে এটিএম থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর উৎপল ভৌমিকের মোবাইলে এসএমএস আসে ৭ হাজার ৫শ টাকা তোলা হয়েছে বলে। যার আইডিনং এনফিইউসিও০০০। মূলত সরকারী মুহুরিদের বেতন ভাতা সরকারী আইনজীবিদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে আসে। সেখান থেকে আইনজীবিরা মুহুরিদের একাউন্টেসেই বেতন ভাতার টাকা ট্রান্সফার করে দেন। এদিন মুহুরি বিশ্বজিৎ দেবরায়ের বেতন ভাতার টাকা তোলার জন্য এটিএম এ গিয়েছিলেন আইনজীবি উৎপল ভৌমিক। কিন্তু এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তিনি অবাক হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে যান ইউকো ব্যাঙ্ক, খোয়াই শাখায়। ম্যানেজার একটি ফরম পূরণ করে দিতে বলেন এবং ২-১ দিনের মধ্যে টাকা ব্যাঙ্ক একাউন্টে চলে আসবে বলেও আশ্বস্ত করেন। কিন্তু ঘটনার ৮ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আইনজীবি উৎপল ভৌমিকের একাউন্টে ৭,৫০০ টাকা এখনও ঢুকেনি।

ক্যানসার আক্রান্ত মৌটুসির পাশে সামাজিক সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসার নামক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ৩ বছরের এক শিশুকন্যার পাশে এসে দাঁড়ালো সামাজিক সংস্থা আলিঙ্গন। ৩ বছরের এই শিশুকন্যাটির নাম মৌটুসি দাস। বাবার নাম লিটন দাস। বাড়ি সিধাই মোহনপুর। মৌটুসির বাবা লিটনবাবু জানিয়েছেন, তার এই ৩ বছরের ছোট্ট মেয়েটি ক্যানসারে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য কয়েক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু অর্থের অভাবে তিনি তার মেয়ের চিকিৎসা করাতে পারছেন না। এদিকে এই খবরটি জানতে পারে সামাজিক সংস্থা আলিঙ্গনের কর্মীরা। তাঁরা ছোট শিশু মৌটুসির পাশে এসে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। জানা গেছে, আলিঙ্গনের কর্মীরা মৌটুসির চিকিৎসা বাবদ ২০ হাজার টাকা লিটনবাবুর হাতে তুলে দিয়েছেন।

মঙ্গলবার শহর দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে আয়োজিত বিজেপি বিজয় উৎসব। ছবি- নিজস্ব।

শুরু হয়েছে তীব্রতর ডায়ারিয়া নিয়ন্ত্রণ পক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। ডায়ারিয়ায় শিশু মৃত্যুর হার শূন্যে আনার লক্ষ্যে আজ থেকে শুরু হয়েছে তীব্রতর ডায়ারিয়া নিয়ন্ত্রণ পক্ষ (আইডিসিএফ-২০১৯) কর্মসূচি। আগামী ৮ জুন পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। সকালে নন্দনগর হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচি চলবে। সকালে নন্দনগর হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। উদ্বোধন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীরায়বর্মণ এই কর্মসূচিটি সফল করে তোলার জন্য সবার সহযোগিতা চেয়েছেন। তিনি সবাইকে জল ফুটিয়ে পান করার পরামর্শ দিয়ে বলেন ফাস্টফুড এড়িয়ে চলা উচিৎ। যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য তিনি বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সমগ্র ভারতে ডায়ারিয়ায় বছরে আনুমানিক ১ লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয়। ত্রিপুরায় ডায়ারিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং এতে মৃত্যুর হার ক্রমেই কমছে। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানান, ২০১৭-১৮ সালে রাজ্যে পাঁচ বছরের নীচে ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ২৮,৭৪২ জন। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ৬৯২১ জনকে। মৃত্যু হয়েছিল ৫৮টি শিশুর। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ২৫ জনের। ২০১৮-১৯ সালে পাঁচ বছরের নীচে ডায়ারিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১৫,৯২৯ জন। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল ৫৯৫৩ জনকে। মৃত্যু হয়েছল ১ জনের। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে ডায়ারিয়া আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ৯ জনের।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে সচিব সমরজিৎ ভৌমিক বলেন, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সাড়ে তিন লক্ষের উপর শিশুকে রাজ্যে এ বছর এই কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ডায়ারিয়ার প্রকোপ থেকে যেন তারা রক্ষা পায় সেজন্য তাঁদের সচেতন করে তোলা হবে। তিনি বলেন, ডায়ারিয়া প্রতিরোধ এবং ডায়ারিয়া হলে সঠিক চিকিৎসা করা এই কর্মসূচির লক্ষ্য। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. এস কে চাকমা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কনিকা দেববর্মা, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সচিব নয়ন চক্রবর্তী, বিদ্যালয়ের ছাত্রী পৌলমী দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আই ডি সি এফ-র স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডা. জয়দীপ চক্রবর্তী। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডা. ঈশিতা গুহ। অনুষ্ঠানে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত কয়েকটি শিশুর হাতে ও আর এস, নখ কাটার যন্ত্র, হ্যান্ড ওয়াস ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়।

রাজীব কুমারকে ফেরাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি দিল রাজ্য

কলকাতা, ২৮ মে (হি.স.) : শেষ দফার নির্বাচনের আগে রাজীব কুমারকে এডিজি সিআইডি পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। 'অ্যাটাচ' করেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে। আদর্শ আচরণবিধি উঠে যাওয়ার পর নবান্ন তাঁকে রবিবারই পুনর্বহাল করে এডিজি সিআইডি পদে। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের তরফে রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি দিয়ে জানান, রাজীব কুমারকে সেখান থেকে রিলিজ করা হোক। রাজ্যের এই চিঠির ফলে স্পষ্ট, রাজীব কুমার এখনও এডিজি সিআইডি পদে দায়িত্ব নেননি। তাই নবান্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে এই তদ্বির করেছে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি রাজীব কুমারকে কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে দেয় রাজ্য। তাঁকে এডিজি সিআইডি পদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু গত ১৯ মে লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোট গ্রহণের আগে রাজীব কুমারকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। রাজীব কুমারকে পাঠিয়ে দেওয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে। এরপর থেকে সেখানেই 'অ্যাটাচ' বা 'যুক্ত' রয়েছেন রাজীব কুমার। তবে রবিবার নির্বাচন কমিশনের আদর্শ আচরণবিধি উঠে যাওয়ার পর রাজ্য সরকার রাজীব কুমারকে সিআইডির পুরনো পদে ফিরিয়ে আনে।

কিন্তু রাজীব কুমার এখনও সেই পদে যোগ দেননি বলে প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। তার কারণ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে সরাসরি এভাবে কোনও অফিসারকে নিয়ে আসার এক্তিয়ার নেই রাজ্যের। এর জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিলিজ অর্ডার লাগবে। ওই রিলিজ অর্ডারের জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লিখেছে রাজ্য সরকার।

কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে যখন এই রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি চলছে, তখন রাজীব কুমারকে জেরা করতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সিবিআই। রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে সারদা মামলার তথ্যপ্রমাণ নষ্টের অভিযোগ রয়েছে। চলতি বছরের শুরু থেকেই রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার চেষ্টা করছিল সিবিআই। একাধিকবার ডাকার পরও রাজীব কুমার না আসায় তাঁর বাসভবনে ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় হাজির হয় সিবিআইয়ের একটি দল।

তখন রাজীব কুমার কলকাতার পুলিশ কমিশনার। সেদিন কলকাতার রাস্তায় সিবিআই ও কলকাতা পুলিশের মধ্যে কার্যত খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল। এর পর সুপ্রিম কোর্টে যায় সিবিআই। শীর্ষ আদালত রাজীব কুমারকে জেরার অনুমতি দেয়। কিন্তু রাজীবকে রক্ষাকবচ দেয়। আদালত জানায়, সিবিআই এখনই রাজীবের বিরুদ্ধে কোনও কড়া ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

শিলংয়ে সিবিআইয়ের জেরার মুখোমুখি হন রাজীব কুমার। কিন্তু সেই জেরার পর্বে রাজীব কুমার সহযোগিতা করেনি বলে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ তোলে সিবিআই। এর পর রাজীব কুমারের রক্ষাকবচ সরিয়ে নেয় সুপ্রিম কোর্ট।

রাজীবকে সাতদিনের সময়সীমা দেওয়া হয় আইনি সহায়তা নেওয়ার জন্য। কিন্তু রাজ্যে আইনজীবীদের ধর্মঘট চলছে, তাই আইনি সহায়তা নিতে পারেননি রাজীব কুমার। এর পরই রাজীবের বিরুদ্ধে 'লুক আউট নোটিশ' জারি করে সিবিআই। তার পরই রবিবার সন্ধ্যায় তাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই নোটিশেও সিবিআইয়ের সামনে হাজির হননি রাজীব কুমার। উল্টে সোমবার দুপুরে সিআইডি-র দুই আধিকারিক একটি মুখবন্ধ খাম নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে যান। জানা যায়, রাজীবকুমারের পত্রবাহক হিসেবে ওই দুই রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিক সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়েছিলেন। যদিও তাঁরা কিছুই বলেননি চিঠির ব্যাপারে। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল, রাজীব কুমার যদি সিআইডির দায়িত্ব না নিয়ে থাকেন ভোটের পর, তাহলে সেই সংস্থার কর্তারা তাঁর পত্রবাহক হিসেবে গেলেন কী ভাবে ? দায়িত্ব নিয়েছেন কি নেননি এ নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও, এ দিন তা স্পষ্ট হয়ে গেল নবান্নের চিঠিতে।

বিজেপি করায় হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

বসিরহাট, ২৮ মে(হি,স) : বিজেপি করার অপরাধে সোমবার রাতে হামলার অভিযোগ ওঠে বসিরহাটের সাকচুড়া ঘুসুড়ি গ্রামে। গ্রামের বিজেপি কর্মীদের মারধর এর পাশাপাশি মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও বিজেপি কর্মীদের দোকান বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত কার্তিক দাস নামে এক বিজেপি কর্মীকে ভর্তি করা হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। বসিরহাট থানা ঘুসুড়ি গ্রামের বাসিন্দা কার্তিক দাস এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। বিজেপি করার অপরাধে সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তার বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গ্রামে বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের মারধর এর পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ও তিনটি দোকান ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ তোলেন আক্রান্ত কার্তিক দাস। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে কার্তিক দাস বলেন, ' বিজেপি করেছি বলে আমাদের মারধর করা হয় ও গ্রামের মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর এর পাশাপাশি বেছে বেছে যারা বিজেপি করে তাদের দোকান বন্ধ করে দেয়'। ঘুসুড়ি গ্রামের আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের মঙ্গলবার দুপুরে বসিরহাট হাসপাতালে ভর্তি করেন বিজেপি নেতৃত্বরা। হামলার বিষয়ে উল্লেখ করে বিজেপির বসিরহাট জেলা কমিটির ছয়ের পাতায় দেখুন

এলইডি লাইটের গুণমান পরীক্ষার জন্য নিজস্ব পরীক্ষাগার পুরসভার

কলকাতা, ২৮ মে (হি .স.): এলইডি লাইটের গুণমান খতিয়ে দেখার জন্য নিজস্ব পরীক্ষাগার তৈরী করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। এন্টালিতে পুরসভার যে সেন্ট্রাল স্টোর দফতর রয়েছে সেখানেই তৈরী হবে এই পরীক্ষাগার। পাশাপাশি এভারেডি কোম্পানিকে "ব্ল্যাকলিস্টেড" করার সিদ্ধান্তও নিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। এই বিষয়ে নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং অনুমোদন পাঠিয়েছেন মেয়রের কাছে।

বর্তমানে পুরসভা যে সকল লাইট কিনছে তা বেশিরভাগই নিম্নমানের। সেগুলি বসানোর কয়েক দিনের মধ্যেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে এই নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ আসছে পুরসভার দফতরে। সেই কারণে এবার থেকে লাইটের টেন্ডার পাওয়ার পর সেই লাইটগুলোকে নিজস্ব পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করার পর লাগানো হবে। এতদিন অভিযোগ জানানো হলেও সেন্ট্রাল স্টোরে পরীক্ষা করে ওই লাইটের কোম্পানি ভুল বোঝাতো। এই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় পর্যন্ত গোড়ায়। তিনিও এই বিষয়ে চিন্তা প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সমস্যা যাতে আর না হয় সেই জন্যই এই পরীক্ষাগার তৈরী করতে চায় পুরসভা। লাইট গুলি আসার পর এই পরীক্ষাগারে সেগুলির গুণমান পরীক্ষা করা হবে। যদি গুণমান ভালো হয় তাহলেই সেগুলি কিনবে পুরসভা। এই বিষয়ে আপাতত বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষণ দেবে পুর কর্মীদের। তারপর পুর কর্মীরাই এই পরীক্ষাগারের দেখাশোনা করবেন। আড়াইলাখ টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে এই পরীক্ষাগারের জন্য। একইসাথে রাসায়নিক গবেষণাগার তৈরিও করতে চলেছে পুরসভা। সেখানে ব্লিচিং পাউডার সহ নানান জিনিসের পরীক্ষা করা হবে ।

অন্যদিকে এভারেডি নামক কোম্পানিকে "ব্ল্যাকলিস্টেড" করতে চায় কলকাতা পুরসভা। এই কোম্পানির লাইট নিয়ে অভিযোগ করায় কোম্পানি কোনওরকমে দায় এড়িয়েছে। যার জন্য ওই সংস্থাকে "ব্ল্যাকলিস্টেড করার পরিকল্পনা করেছে পুরসভা। এর ফলে ওই কোম্পানি আর কখনও কোনও প্রোডাক্ট পুরসভাকে বিক্রি করতে পারবে না।

বীর সাভারকর জন্মজয়ন্তী পালন বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২৮ মে (হি. স.) : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ১৩৭ তম জন্মদিন শ্রদ্ধার সাথে পালিত হল বাঁকুড়ায় ।বাঁকুড়া জেলা হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে সকালে রানীগঞ্জ মোড়ে বীরের ব্রোঞ্জ মূর্তিতে মাল্যদান ও পতাকা উত্তোলন করা হয় ।বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন। ।বিকালে আত্মরক্ষা মূলক লাঠি ছোরা খেলা ও মহতী জনসভার আয়োজন করা হয় ।প্রণব রক্ষী দলের রোম হর্ষক লাঠি ছোরা খেলা দেখে উপসিত জনতার রোমাঞ্চ লাভ করে ।জনসভায় বীরের কর্মজীবন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তার ভূমিকা, একই জীবনে দু টি আজন্ম কারাদন্ড, ছয়ের পাতায় দেখুন

ভোটের ভরাডুবির কারণ খতিয়ে দেখতে বৈঠককে বসবে এনসিপি

মুম্বই, ২৮ মে (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্র খারাপ ফল করেছে এনসিপি। মহারাষ্ট্রের ৪৮ লোকসভা আসনে মাত্র ৫ আসনে জয়লাভ করেছে এনসিপি-কংগ্রেস জোট। এনসিপি এই খারাপ ফলাফলের কারণ খতিয়ে দেখতে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন দলের সভাপতি শরদ পাওয়ার।

এনসিপির মুখপাত্র নবাব মালিক জানিয়েছেন, পয়লা জুন দলীয় কর্মী, বিধায়ক, সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে বলবেন বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ। ওয়াই বি চবন ভবনে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন রণকৌশল ঠিক করতে এই বৈঠক বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে থাকবে কিনা তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জাতীয় রাজনীতিতে প্রসঙ্গিকতা ফিরে পাওয়ার জন্য এই বৈঠক বলে জানা গিয়েছে। মহারাষ্ট্রের লোকসভা নির্বাচনে ৪১ আসন পেয়েছে বিজেপি-শিবসেনা জোট।

উত্তরপ্রদেশ থেকে মাদকসহ গ্রেফতার এক নেপালের বাসিন্দা

মহারাজগঞ্জ(উত্তরপ্রদেশ), ২৮ মে (হি.স.): মাদকসহ গ্রেফতার এক নেপালের বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জ জেলায়। মঙ্গলবার পুলিশের এক আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জ জেলা থেকে সোমবার রাতে মাদকসহ এক নেপালের বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে ২ কোটি টাকার হিরোইন উদ্ধার হয়। ধৃতের নাম, সুদামা গৌতম (২৮). উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জ জেলায় সোমবার রাতে সশস্ত্র সীমা ছয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপিতে যোগ দিলেন ৮জন কাউন্সিলর, ভাটপাড়া পুরসভায়ও সংখ্যালঘুতে পরিণত হল তৃণমূল

বারাকপুর, ২৮ মে (হি.স.) : আরও শক্তিহীন হল তৃণমূল কংগ্রেস ঊ মঙ্গলবার বিজেপিতে যোগ দিলেন ভাটপাড়া পুরসভার ৮জন কাউন্সিলর। আজ তাঁদের হাতে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তুলে দেন বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং ।ফলে ভাটপাড়া পুরসভায়ও সংখ্যালঘুতে পরিণত হল তৃণমূল ।একই দিনে চার চারটি পুরসভায় সংখ্যালঘুতে পরিণত হল তৃণমূল ঊ মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপিতে যোগ দেন কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর এবং নৈহাটি পুরসভার বহু কাউন্সিলর ঊ এই আবস্থায় আজ অর্জুন সিংয়ের হাত ধরে তৃণমূল ছাড়লেন ভাটপাড়া পুরসভার ৮জন কাউন্সিলর। আজ তাঁদের হাতে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তুলে দেন বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। ফলে ৩৪ আসনের ভাটপাড়া পৌরসভায় বর্তমানে বিজেপির দখলে ১৯টি ওয়ার্ড। তৃণমূলের ১৪টি। ফলে ভাটপাড়া পুরসভা বিজেপির দখলে যাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। অতএব, কাঁচরাপাড়া, নৈহাটি, হালিশহর ও ভাটপাড়া পুরসভা হাতছাড়া হতে চলেছে তৃণমূলের। দলবদলকারী কাউন্সিলরদের দাবি, তারা আগেই বিজেপিতে যোগদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূলের চাপে করতে পারেননি। তাই লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর বিজেপিতে যোগদান করলেন তাঁরা।

এর ফলে ৩৫ আসনের ভাটপাড়া পৌরসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল বিজেপি। বর্তমানে পৌরসভায় ৩৪ জন কাউন্সিলর রয়েছেন। তার মধ্যে ১টি কাউন্সিলর সিপিএমের। সপ্তাহকয়েক আগেই ভাটপাড়ায় অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে তৃণমূল। তাতে ২২টি ভোট পায় রাজ্যের শাসকদল। ফলে সরতে হয় অর্জুনকে। অর্জন সিংয়ের দাবি, দলবদলকারী কাউন্সিলররা তাঁর নিজে হাতে তৈরি। ফলে বেশিদিন তাঁরা যে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না সেব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। আমাদের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই। তৃণমূল বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করছে।

আটই জুন মেয়াদ শেষ সরকারি স্কুলের গরমের ছুটির

কলকাতা,২৮ মে (হি.স.): ৩ মে থেকে গরমের ছুটি পরে যায় রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোতে।৩ মে থকে ৩০ জুন দীর্ঘ দু-মাস গরমের ছুটি ঘোষণা করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। তবে, দীর্ঘদিন ছুটি থাকায় পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে পড়ুয়াদের। এতদিন টানা ছুটি ঘোষণা করায় স্কুল শিক্ষা দফতরে জমা পড়ে প্রচুর অভিযোগ । তাই ৩০ জুনের বদলে জুন মাসের ৮ তারিখে মেয়াদ শেষ হবে গরমের ছুটির। আজ মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ।অত্যাধিক গরমে নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল রাজ্যবাসীর । যার জেরে গরমের ছুটি আরও কয়েকদিন বাড়ানোর আর্জি জানানো হয় স্কুল গুলির তরফে ।এরপরই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল গরমের ছুটির মেয়াদ ।আর সেই নিয়ে নানা অভিযোগ জমা পরে স্কুল শিক্ষা দফতরে ঊ পাশাপাশি দীর্ঘ গরমের ছুটি নিয়ে একাধিক অভিযোগ জমা পরেঊমূলত সেই কারণেই সিদ্ধান্ত বদল। ৩০ জুনের বদলে ৮ জুন গরমের ছুটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে বিদ্যালয় গুলোর । প্রসঙ্গত, তীব্র গরমের দাপট, ফণী ইত্যাদি একাধিক কারণে ৩ মে থেকে দীর্ঘ দু-মাস গরমের ছুটি ঘোষণা করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। তবে, এই নিয়ে একাধিক ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন মহলে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও পড়েছিলেন বিপাকে। পাশাপাশি অনেকেই দাবি করেছিলেন দীর্ঘ এই ছুটির কারণে পড়াশোনার ক্ষতি হবে পড়ুয়াদের। সময় মতো শেষ হবে না সিলেবাসও। সবমিলিয়ে ছুটি নিয়ে তৈরি হয় একাধিক জটিলতা। একাধিক বিক্ষোভের খবরও উঠে আসছিল বিভিন্ন এলাকা থেকেঊতাই গরমের ছুটি কমিয়ে দাওয়ার সিদ্ধান্ত স্কুল শিক্ষা দফতরের।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।